অধ্যাপনার আদর্শ।

বরিশাল জেলা স্কুলের তৃতীয় পণ্ডিত।
শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

বরিশাল

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীদ্বারকানাথ বসু দ্বারা
মুদ্রিত

সন ১২৮৭। তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ।

অধ্যাপনার আদর্শ।

বরিশাল জেলা স্কুলের তৃতীয় পণ্ডিত।
শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

বরিশাল

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীদ্বারকানাথ বসু দ্বারা
মুদ্রিত

সন ১২৮৭। তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ।

বিজ্ঞাপন

অধুনা জেলায় জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। পূর্ব্বে পাঠশালার শিক্ষকগণ নর্ম্মালস্কুল হইতে যথা নিয়মে উপদেশ পাইতেন। এইক্ষণ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সমুদয় নর্ম্মালস্কুল উঠিয়া গিয়াছে অথচ পাঠশালর শিক্ষক গণ যথাবৎ উপদেশ পাইতে পারেন, এমন কোন পুস্তকও প্রচলিত দৃষ্ট হয়না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত যে একখণ্ড শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে উহা বহু বিস্তৃত এবং কঠিন, পাঠশালার শিক্ষক দিগের-তদনু-যায়ী হইয়া অধ্যাপন সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অভাব দূরী-করণই এই পুস্তক প্রচাররে উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা নর্ম্মালস্কুলটি যখন এবালিস হয় প্রায় ৩০।৩৫টি গুরুকে নিতান্ত অনুপদিষ্ট ভাবে বিদায় দিতে হয়। আমি সেই সময়ে উক্ত স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। ছাত্রদের অনুরোধে ও উত্তেজনায় শিক্ষকতার রীতি প্রদর্শন জন্য একখণ্ড উপদেশাত্মক পুস্তক প্রণয়ন করিতে অভিলাষ করি, কিন্তু বিবিধ উৎপাতে জড়ীভূত হওয়াতে আমাকে ঐ সংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইক্ষণ কোন বন্ধুর উৎসাহে এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। গুরু দিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধের সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা সম্পাদন জন্য ও যত্নের ত্রুটি করিনাই। আমি অধ্যাপনার আদর্শ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার দিগের যশঃ প্রার্থী নহি। কেবল শিক্ষক দিগের হিতকামনাই আমার এই উদ্যমের লক্ষ্য। ইহাতে সেই লক্ষিত বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা।

অধ্যাপনার আদর্শ।

শিক্ষকতা।

শিক্ষকতা অতিশয় গুরুতর কার্য্য। কেবল বিদ্যা থাকিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায়না। ইহাতে বক্তৃতা শক্তিরও নিতান্ত প্রয়োজন। স্বাভিপ্রায় উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করাই গুরুতর বিষয়; বালক-দিগকে কোন কথা বুঝাইতে হইলে, সমধিক নৈপুণ্য অপেক্ষা করে। অপিচ শিক্ষক-দিগকে যেমন অধ্যাপনা করিতে হয়, তদ্রূপ কখন নিয়ম কর্ত্তা, কখন দণ্ডদাতা, কখন বিচার কর্ত্তা ইত্যাদি বিবিধ পদে ব্রতী হইতে হয়। যে পরিবারে ...টি চঞ্চল বালক থাকে, সেই গৃহে কলহ আশঙ্কা চির বিরাজমান। ...ক-গণ এবং প্রকার বহু সংখ্যক বালকে বেষ্টিত হইয়া, অধ্যাপনা ...া থাকেন। পাঠশালা প্রভৃতি নিম্ন বিদ্যালয় সমূহে প্রায়ই একজন ...ককে সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাতে ... ৪।৫ শ্রেণী থাকাতে বিভিন্ন রকমের পড়া; সুতরাং বিদ্যালয়ের ...নিবারণ, সময় সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। শিক্ষকের ধীরতা ও সাব... না থাকিলে অত্যন্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা।

...ক্ষক মহাশয়! মনেকর তোমাকে চারি কিংবা পাঁচটি শ্রেণীর অধ্যা... ...রিতে হইবে! তুমি যদি ক্রমে ক্রমে সকল শ্রেণীর ছাত্র গণকে ... থাক, তাহা হইলে কখনও নিরুদ্বেগে শিক্ষাদান করি... ...। বিদ্যালয় একটি হট্টবৎ গোলযোগের আবাস স্থান হইয়া ...অধ্যয়নকারী বালক-গণ কখনও তোমার উপদেশ বাক্যে মনো...

যোগ রাখিতে সমর্থ হইবেনা। এমন স্থলে গুরুতর বিষয় সকল অধ্যাপনার সময়ও ছাত্রদের মুখে হাস্য, ওষ্ঠ ব্যাদান প্রভৃতি দেখিয়া, তুমি যারপর নাই বিরক্ত ও কুপিত হইবে। বালকদের প্রকৃতি ভিন্নরূপ, তাহাদের মন চঞ্চল সুতরাং সেই চাঞ্চল্য জনিত সহজাবিষ্কৃত বাক্য বর্ণন করিতে রসনা নিতান্ত বাধ্য, হস্ত পদ প্রভৃতি পরোত্তেজনায় সতত সমুদ্যত। বালকদে স্বভাবই এই প্রকার! তাহা-দিগকে স্বস্ব স্বভাবানুযায়ী হইতে নাদিয়া নিয়মিত রাখা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। শিক্ষক যদি কোন শ্রেণীর অধ্যাপনা বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া অপরাপর বালক-দের প্রতি দৃষ্টিপাত নাকরেন তাহা হইলে তাহারা স্বাভিমত ব্যাপারে কেন তত্পর নাহইবে? এবং যদি বাধা নাপায় তবে এক, দুই, তিন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল বালক স্বেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যালয় যে, মহান্ কোলাহল ও অশান্তি নিকেত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অতএব অধীনস্থ সকল বালক দিগকেই য পত্ অধ্যাপনায় ব্যাপৃত রাখা কর্ত্তব্য। বালক গণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকি কোন প্রকার গোলযোগ হইতে পারিবেনা। নচেত্ বিদ্যালয়ের ে কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে।

শিক্ষক-দিগের আরও কতকগুলি গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ে হীনতা তাহার অন্যতম। যাঁহারা কেবল লাভ লালসায় শিক্ষকতা স্ব করেন; তাহাদের মত হতভাগ্য আর নাই। কারণ এই কার্য্যে অ অতীব সামান্যরূপে হইয়া থাকে। যাহাদের অধিক অর্থের প্রয়োজন দের বিষয়ান্তর অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পনাকার্য্যে অনুরাগ আছে, তিনিই শিক্ষকতা কার্য্যে সমধিক যশে হইতে পারেন। শিক্ষকের অন্যতম গুণ নিরপেক্ষপাতিতা, এই গু দিগকে ভক্তিমান্ করে। ভক্তি ভাজনের কথায় বিশ্বাস, কার্য্যে অ স্বভাবের অনুকরণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। বালকদের অন্তঃকর যুক্ত হইলে, উগ্রতাও কাঠিন্য তিরোহিত হইয়া যায় নম্রতা ও সৌ জেই তৎস্থান অধিকার করিয়া বিদ্যালয়ে শান্তি সংস্থাপন করিয়

অধ্যাপনার আদর্শ।

শিক্ষকের আর একটী গুণ অধ্যাপনায় অনুরাগ এই অনুরাগ দ্বারা শিক্ষা-কার্য্যের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। অনুরক্ত শিক্ষকের প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা অল্প থাকিলেও পরিশেষে তিনি প্রবীণ শিক্ষক রূপে গণ্য হইতে পারেন; অনুরক্ত শিক্ষক মহাশয় দেখিয়া শিখেন, শুনিয়া শিখেন, ঠেকিয়া শিখেন সর্ব্বত্রই তাহার শিক্ষার স্থান! সকলই তাহার অনুকুল এমনস্থলে অনভিজ্ঞতা কয়দিন তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে? অনুরক্ত শিক্ষক কেবল ছাত্রদিগের কেন? তাঁহাদের অভিভাবকেরও সমধিক প্রীতিভাজন ও আদরের পাত্র হইয়া থাকেন, এইরূপ সর্ব্বত্র আদর ও গৌরব প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরম সুখে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন।

শিক্ষক মহাশয় গণ আপনার চরিত্র পবিত্র রাখিতে যত্নবান্ থাকিবেন। ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তক হইতে অথবা বাচনিক যে সকল উপদেশপায় শিক্ষককে তত্তাবতের একমাত্র আধার স্বরূপ বিশ্বাস করে। শিক্ষকের চরিত্র অনুবীক্ষণরূপ দৃষ্টিযন্ত্র সহযোগে ছাত্র গণ নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণ করে সুতরাং তিলবত্ দোষ তাঁহাদের নিকট তালবত্ প্রতীয়মান্ হয়। দূষিত চরিত্র শিক্ষক কখনই বালক-দিগের প্রীতি ও ভক্তি ভাজন হইতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়।

শিক্ষক মহাশয় গণ উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বালক দিগকে সমভাবাপন্ন করিতে, যত্নবান্ হইবেন। ছাত্র-গণ যেন আপনা হইতে বোধ করে আমরা সকলে একই শিক্ষকের ছাত্র। তাঁহার নিকট সকল ছাত্রই সমান্ আদরের পাত্র। জাতি ও অবস্থা বিশেষে কোনও ইতর বৈষম্য হইতে পারেনা। বালকদের মধ্যে এই প্রকার সমতা না থাকিলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ও ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতি ও সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন বালক দিগের এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, অত্যন্ত গোলযোগের কারণ হইয়া থাকে। সমভাবাপন্নতাই এই বিশৃঙ্খলতা নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ উপায়।

শিক্ষক দিগের সময় সময় অনেক কার্য্য অনুমান দ্বারাই নিষ্পন্ন করিতে হয়। বালকটি বিশেষ কার্য্য করিয়াছে কিনা? অথবা করিতে উদ্যত কিনা পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগী কিনা? জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে কিনা? ইত্যাদি স্থলে অনুমানের তীক্ষ্ণতা নাথাকিলে অনেক অসুবিধা ঘটে। শিক্ষক গণ আপনার কর্ত্তব্য সুন্দর রূপে নিষ্পাদন করিতে যত্নবান্ হইলে, ক্রমে ক্রমে এই সকল গুণ সহজেই তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

বিদ্যালয় শাসন।

ছাত্রদিগকে দোষের জন্য শাসন করা আবশ্যক কোন ছাত্র প্রথমবার দোষ করিলে, বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে ঐরূপ করিবেনা ইহা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দোষ করিতে থাকিলে কটূক্তি ও তিরস্কারাদি কঠিন শাসনেরও প্রয়োজন হইয়া উঠে।

সুশীল বালক-গণ দোষ করিলে, শিক্ষক তাহার নাম করিলেই নিবৃত্ত হইবেক। অথবা তাহার দোষ শিক্ষক মহাশয় বুঝিয়াছেন ইহা কৌশল ক্রমে জানাইলেই সেই সুশীল বালক লজ্জিত ও বিরত থাকিবে। লেখা পড়ায় যত্ন হীন বালককে কেবল শাসন করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবে। ইহাতে তাহার মনোযোগ হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন অমনোযোগই বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে বালকটির লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মান শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাস যে সুখ জনক ইহা কেবল বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, যেউপায়ে ইহা অনাবিষ্ট বালকের পক্ষে সুখ জনক হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। অপিচ বালকটি যেকার্য্যে ব্যাসক্ত তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া হৃদয় গ্রাহী উপদেশ বাক্যে নিবৃত্ত করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। পক্ষান্তরে যেদিন সেই অনাবিষ্ট বালক পড়া দিতে নাপারে সেই দিন শিক্ষক মহাশয় তাহার সম্মুখে সম শ্রেণীর অন্যান্য বালকের সহিত আগ্রহাতিশয় সহকারে মধুরালাপ করিবেন। এই কথোপকথন কালে সেই বালক মনোযোগী থাকিলে, অবশ্যই তাহার মন ফিরিবে। এবং লেখা পড়ায় যত্নবান্ হইবে। অনেকস্থলে সংসর্গ দোষেও

বালক দিগের মনের গতি বিপথে প্রস্থিত; সুতরাং শিক্ষালাভে অমনোযোগ হয়। অতএব কুসংসর্গ হইতে অন্তর করিয়া, উপরের শ্রেণীর মনোযোগী বালকের সহিত মিলন করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শাসন করার পূর্ব্বে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যেন, কোন দূষিত ছাত্রকে শাসন করিতে গিয়া নির্দ্দোষী ছাত্রকে ক্ষুব্ধ করা নাহয়। বরং দূষিত ছাত্রকে শাসনাদি নাকরাও ভাল তথাপি নির্দ্দোষী ছাত্রকে দুঃখিত করা বিহিত নহে। তিরস্কার করার সময় প্রথমতঃ বিরক্তি জনক স্বরে প্রবৃত্ত হইয়া পরে স্নেহ সুচক কোমল স্বরে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত হওয়া কোনমতেই যুক্তি যুক্ত নহে, যেহেতু কর্কশভাবে শাসন দ্বারা কাহাকেও বাধ্য করা যাইতে পারেনা। অপিচ যাহাতে বালক-গণ শিক্ষকের বাধ্য থাকিতে ও বিদ্যালয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে আপনা হইতে যত্নবান্ থাকে, ইহাই সুশিক্ষকের কর্ত্তব্য।

প্রশংসা।

ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করাই প্রশংসা করার একমাত্র উদ্দেশ্য। নিয়-মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস প্রভৃতির জন্য বালক দিগকে মাসান্তে এক দিবসের জন্য ছুটিদিয়া প্রশংসিত করাও অযৌক্তিক নহে। ইহাতে অমনোযোগী ও অমিতাচারী বালকের মনে যেমন আঘাত পায় এমন আর কিছুতেই নহে। "মনোযোগী বালক-গণ যেরূপ কার্য্য করিয়া প্রশংসা লাভ করিল. এবং প্রকার কার্য্য করাই শিক্ষকের অনুমো-দিত ও তাহাদের ভাবি উন্নতির অনুকূল" অমনোযোগী বালকের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মানই তাহাদিগকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্য থাকিবে। তদ্ভিন্ন যখন কোন বালকের দরিদ্র জনে দয়া. অত্যাচারীর প্রতি অহিংসা লোভ হীনতা প্রভৃতি সদাশয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তখন প্রফুল্ল বদনে উৎসাহ সূচক স্বরে প্রশংসা করা বিধেয়। কিন্তু সাবধান এই প্রকার প্রশংসা দ্বারা যেন কোন বালক অহংকৃত নাহয়।

অনুরাগ প্রদর্শন।

শিক্ষক মহাশয় সকল ছাত্রের প্রতি সমভাবে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন। যেছাত্র পাঠাভ্যাসে বিশেষ অনুরক্ত ও সর্ব্বদা বাধ্য থাকে, তাহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু কোন ছাত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করার পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয়ের মনে করা উচিত যে, প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহার ভালবাসা সমধিক অভিলাষ করে, এমন স্থলে বিশেষ বাধ্যতা-চরণে বা স্বার্থ সিদ্ধি জন্য কোন ছাত্রের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে অন্যান্য ছাত্র-গণ দুঃখিত হয় এবং পরিশেষে শিক্ষককে স্বার্থপর বলিয়া চিনিয়া বসে। ছাত্রদের এই প্রকার সংস্কার জন্মিলে শিক্ষার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। অতএব সকল ছাত্রের প্রতিই উদার ভাবে অনুরাগ প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রই যেন মনে করে, শিক্ষক মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিক স্নেহ করেন, শাসনাদি করার সময়েও যেন তাহাদের এই সংস্কার অন্তঃকরণে জাগরিত থাকে। ছাত্রদের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

উৎসাহ।

উৎসাহই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উপায়। বালকদের মনে যশোলিপ্সা বলবতী করা সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ যশোলিপ্সায় উত্তেজিত হইলে, সমস্ত সময় ও লেখাপড়ায় অতিবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেনা। ক্রীড়া কৌতুকের জয় পরাজয় যে নিতান্ত ক্ষণ স্থায়ী। মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতি-পত্তি সকলইযে, একমাত্র বিদ্যাশিক্ষা সাপেক্ষ তাহা সুন্দররূপে তাহাদের হৃদঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত।

অল্প বয়স্ক বালক দিগকে প্রতিপদে প্রশংসা করিতে হইবে, তাহা-দের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি ও পুনঃ পুনঃ প্রশংসা ও আদর প্রদর্শন করা বিধেয়। প্রথম শিক্ষার সময় বড়ই কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই সময় আদর ও প্রশংসা নাকরিলে বালক-গণ কখনও অনুরাগ সহকারে লেখা পড়া করিতে বাধ্য হয়না। উচ্চশ্রেণীর বালক দিগকে দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন দ্বারা উৎসাহিত করিতে হয়। কখন কখন তাহাদের পাঠ্য ইতিহাস পুস্তক হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া কখনও বা মহাত্মা দিগের জীবন চরিত্র বর্ণন পূর্ব্বক উত্তেজিত করা কর্ত্তব্য।

শাসক শূন্য ছাত্র সমূহ।

বালক-গণ শাসক শূন্য হইয়া, কোন স্থানে সমবেত হইলে, কেবল পর-নিন্দা, শিক্ষকের অভিনয় প্রভৃতি কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ ঐরূপ সমবেত ছাত্র সমূহ মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা অবিনয়ী ও দুঃশীল বালকেরই প্রাধন্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সুশীল বালকের উৎকৃষ্ট স্বভাব ও সাহচর্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। অপিচ তাহারা কোন সদনুষ্ঠানে সমবেত হইলেও বাদানুবাদ দ্বারা চরম সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হয়; বরং পরস্পর অসূয়া ও ঈর্ষ্যা সমাবিষ্ট মনে প্রত্যাগমন করে। পরন্ত কোন দুরভি-সন্ধি থাকিলে, অতি-সত্বর তাহার সম্পাদনে কৃত কার্য্য হয়। বালক দের ঐরূপ মিলন কেবলই অশুভের জন্য; অতএব দুইয়ের অধিক বালককে, একত্র অধ্যয়ন করিতে ব্যবস্থা করাও যুক্তি সঙ্গত নহে।

মনোযোগাকর্ষণ

যখন যে শ্রেণীর পড়া নেওয়া যায় তখন সেই শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রই যেন, শিক্ষকের কথায় ও পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগী থাকে, শিক্ষক মহাশয় যেমন পড়াইবেন, তদ্রূপ ছাত্রগণ মনোযোগী কিনা? তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিবেন।

অধ্যাপনার সময়ে কোন ছাত্রকে অমনোযোগী দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট নিজের কথিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিধেয়। কখন আপনার অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করিতে ইঙ্গিত করা উচিত। কখন নামকরা, কখনও বা টেবিলে আঘাত ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ছাত্র দের মনোযোগাকর্ষণ করিতে হইবে। অপিচ একটি বালকের অধ্যয়ন সময়ে অন্যতম বালক যদি নিতান্ত অনাবিষ্ট থাকে, তবে অধ্যয়ন-কারী বালককে নিবৃত্ত করিয়া সেই অমনোযোগী বালককে অধ্যয়ন করিতে আদেশ করা উচিত। ইহাতে

তাহাকে যারপর নাই লজ্জিত হইতে হয়। পাঠ্য পুস্তকের কোন্‌স্থানে পড়া চলিতেছে, সে তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া, নিতান্ত হত প্রভ হয়। পরন্তু যদি পড়িতে প্রবৃত্ত হয়, তবে কখনই যথাস্থান হইতে পড়িতে সক্ষম হয়না! ইহাতে শ্রেণীস্থ অন্যান্য বালক-গণ হাস্য সংবরণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষকের এমতস্থলে, হাস্য সংবরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা উচিত (শিক্ষকের হাস্যে বিরাগ ও দুঃখ প্রকাশে সমদুঃখ ভাগিতা প্রকাশ পায়।) আবার কোন কোন সময়, এমত্ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, শিক্ষকের কথা শুনিতে শুনিতে অধিকাংশ বালকই নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায়। এমত্ অবস্থা ঘটিলে, শিক্ষক মহাশয় সমস্ত বালক-দিগকে হঠাত্ দাঁড়াইয়া, তৎক্ষণাৎ বসান এইরূপ দুই তিনবার করিতে গেলে, ছাত্র-গণ বিলক্ষণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়।

অধ্যাপনার সময় প্রত্যেক বালককেই মনোযোগী রাখিতে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। নচেত্ শিক্ষক মহাশয় যেকিছু শিক্ষা দেন, তাহা অধিকাংশ বালকের পক্ষেই উপকারক হয়না। শিক্ষক মহাশয় গণ এই উত্তম প্রণালীর প্রতি কদাপি অবহেলা করিবেননা।

পূর্ব্ব কর্ত্তব্য।

যেযে বিষয় অধ্যাপনা করিতে হইবে, শিক্ষক মহাশয় তাহা আপনি ঘরে অধ্যয়ন করিবেন। এই উপায়ে অতিশয় কঠিন বিষয়ও শিক্ষাদিতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পাঠ্য বিষয় যতই গুরুতর হউকনা কেন। বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। যদি কোন কথা নিতান্তই অবোধ্য থাকে, তাহাও পড়াইবার সময় অন্যতম ছাত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা পরিষ্কার হয়। নচেত্ ছাত্রগণের মধ্যে একের ব্যাখ্যাতে অন্যতম ছাত্রকে প্রতিবাদ করিতে স্বাধীনতা দিতে হয়, এই বাদানুবাদে প্রকৃত অর্থ অবশ্যই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এই সকল উপায়েও যদি অর্থ সংলগ্ন নাহয় তবে সেই পাঠ অন্যদিনের জন্য রাখিয়া

দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষক মহাশয় কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট বুঝিয়া ছাত্র-দিগকে পড়াইবেন। কিন্তু কদাপি অনুচিত সম্ভ্রম রক্ষার্থ ছাত্র-দিগকে অশুদ্ধ অর্থ বলিয়া দেওয়া বিধেয় নহে। সামান্য বিষয় গুলিও একবার পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য, ইহাতে অধ্যাপনার অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে।

বালক-দিগকে, যেযে বিষয় পড়াইতে হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করা সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। গতবারের অধ্যাপনাকালে ছাত্র-দের যে যে বিষয়ে অপারগতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে নানা প্রকার কৌশল অন্বেষণ করিতে হইবে, অপিচ নূতন কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহা নির্দ্ধারিত করা উচিত। এবং যে প্রণালী ক্রমে শিক্ষা দেওয়া গেলে, বালক-দের হৃদয় গ্রাহী হইবে, তাহাও নির্ণয় করিয়া যাওয়া উচিত। ছাত্র বিশেষের দোষ দৃষ্ট হইলে তৎসংশোধনের বিহিত উপায় উদ্ভাবনেও যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

স্মরণীয় কথা।

বালকদের অভিজ্ঞতা--স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পঠনীয় গ্রন্থে বালকগণ কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহা নির্দ্ধারিত করা উচিত। শিক্ষণীয় বিষয়টি বালকদের ধারণাকরা সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, অতিশয় সহজ সহজ দৃষ্টান্তানুসারে, অথবা ছাত্রেরা যেসকল বস্তু কিংবা ঘটনা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছে, এমত সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ যতদূর শিক্ষা করিয়াছে তাহার সহিত ঐক্য রাখিয়া নূতন নূতন বিষয় সকল শিক্ষা দিতে যত্নবান্ হওয়া শ্রেয়ঃ। নতুবা শিক্ষকের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। বালকদের অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে, তাহাদিগকে হতাশ ও আপনাকে অনর্থক ত্যক্ত-ও ক্লান্ত করা সার হইবে। মনেকর হরিহর নামক বালকের এপর্য্যন্ত ভালরূপে বর্ণজ্ঞান হয় নাই, এমত অবস্থায় যদি তুমি হরিহরকে সন্ধি শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাও, তাহাতে হরিহরের শিক্ষা লাভ হওয়া দূরে থাকুক, সে বুঝিতে অক্ষম হইয়া, একেবারে উৎসাহ শূন্য হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে

তুমিও মনে করিতে পার" হরিহরের জন্য এত পরিশ্রম করিলাম, সে এমনই নির্ব্বোধ ও অমনোযোগী যে, কিছুতেই শিক্ষা করিতে পারিলনা।,, ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর এরূপ বিপরীত সংস্কার জন্মিলে তদ্দ্বারা, শিক্ষা-কার্য্যের নিতান্ত ব্যাঘাত হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব বালকদের পূর্ব্ব শিক্ষিত বিদ্যার সহিত ঐক্য রাখিয়া নূতন শিক্ষা বিধানই শ্রেয়োজনক।

শিক্ষা দেওয়ার সময় নির্দ্ধারণ।

বিদ্যালয়ের সময় নির্দ্ধারিত আছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট কালে বিদ্যালয়ের কার্য্য যেপ্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইবে. তদ্বিষয়ে নিয়মিত হওয়া উচিত। নচেত্ হয়ত কোন শ্রেণীর অধ্যাপনার সময় থাকিবেনা, কোন দিন বা পড়া সমাপ্ত করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। পরন্তু যদি শিক্ষকের কোন শ্রেণীর বা কোন বিষয়ের অধ্যাপনায় বিশেষ অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সেই শ্রেণীর বা, সেই বিষয়ের অধ্যাপনায়ই অত্যধিক সময় অতিবাহিত হইবে। অতএব পাঠ সাপেক্ষ সময় নাহইয়া, সময় সাপেক্ষ পাঠ হওয়া উচিত। শ্রেণী ও পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বানুসারে অধ্যাপনার সময় নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য। নিম্নে তাহার আদর্শ দেওয়া গেল। শিক্ষক মহাশয় ঐরূপ স্মৃতি পত্রিকা করিবেন। এবং সময় সময় তাহার পরিবর্ত্তন কিংবা সংশোধন করিতে পারেন; কিন্তু উপেক্ষা করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে।

প্রথম শ্রেণীর স্মৃতি পত্রিকা।

সোমবার	১১—১২ সাহিত্য ও ব্যাকরণ	১২—১ অঙ্ক	১—২ ইতিহাস	২—৩ রচনা	৩—৪ পদার্থ-বিদ্যা
মঙ্গলবার	,,	ক্ষেত্রতত্ত্ব	ভূগোল	হস্তাক্ষর	প্রয়োজনীয় বিষয়
বুধবার	,,	অঙ্ক	ইতিহাস	রচনা	পদার্থ-বিদ্যা
বৃহস্পতিবার	,,	ক্ষেত্রতত্ত্ব	ভূগোল	হস্তাক্ষর	প্রয়োজনীয় বিষয়
শুক্রবার	,,	অঙ্ক	ইতিহাস	রচনা	পদার্থ-বিদ্যা
শনিবার	সাপ্তাহিক পরীক্ষা।				

শ্রী

প্রধান শিক্ষক

অধ্যাপনার রীতি।

শিক্ষা দেওয়ার রীতি দুই প্রকার প্রথম উপদেশাত্মক, দ্বিতীয় আদেশাত্মক। ইহার মধ্যে উপদেশাত্মক প্রথাই উৎকৃষ্ট। এই প্রথামতে শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষকের পাঠ্য পুস্তকের অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়, ছাত্রগণ সেই অধীত বিষয় সকল অভ্যাস করে। দ্বিতীয়বারে (যে তারিখে সেই পুস্তক পড়া হইয়া থাকে) শিক্ষক মহাশয় বালকদের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন পাঠ পড়াইয়া দেন। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে অধ্যাপনার নাম উপদেশাত্মক প্রণালী। এই প্রণালী ক্রমে শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষককে অধিক সময় ব্যাপিয়া শিক্ষা দিতে হয়, এবং সমধিক পরিশ্রম ও স্বীকার করিতে হয়।

আদেশাত্মক প্রথামতে শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের কতকাংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, বালক গণ সেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ, আপনা হইতে অধ্যয়ন করিয়া আইসে। দ্বিতীয়বারে শিক্ষক কেবল অধীত বিষয়ের পরীক্ষা নিয়া থাকেন। ছাত্রগণ কৃতকার্য্য হইলে, নূতন কতকাংশ পাঠ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়; ছাত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়ন করে। এই রীতিমতে অধ্যয়ন করিতে হইলে, বালকদের অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তাহারা শিক্ষকের নিকট শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কায় পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। এই প্রথায় শিক্ষকের প্রচণ্ড মূর্ত্তির বিভীষিকা না থাকিলে, ছাত্রদের কখনই পাঠাভ্যাস হইতে পারেনা।

অধুনা এই উভয় প্রথার সমবায়েই অধ্যাপনা চলিতেছে। বালকদিগকে পাঠ্য পুস্তকের কতক অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা অভ্যাস করিয়া আইসে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক কঠিন কঠিন অংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেন, অপিচ সপ্তাহের প্রত্যেক শনিবার সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও অধ্যাপনারই নামান্তর মাত্র। উহাতে যেমন বালক দিগের অধীত বিষয়ের পরীক্ষা করা হয় তদ্রূপ কোন স্থানের অশুদ্ধ সংশোধন, স্থানান্তরের বা দোষ দেখান, এবং লেখার রীতি প্রদর্শন

ও সংশোধন করা হয়। এতদ্দ্বারা বালক গণ বার্ষিক পরীক্ষার সময় সবিশেষ উপকার পাইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে প্রায়ই শ্রেণী বিশেষে পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত থাকে, কিন্তু তাহার কোন কোন অংশ দুর্ব্বোধ্য বোধ হইলে, পরিত্যাগ করা যেমন কর্ত্তব্য তদ্রূপ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল পাঠ্য পুস্তকে না থাকিলেও তাহার শিক্ষা দিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। এই অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রের দ্বারা স্বতন্ত্র পুস্তক ক্রয় করান শ্রেয়ঃ কল্প নহে। তাহা হইলে অনেক দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে কষ্টের কারণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত শিক্ষা না দিলে বালকদের প্রবল কৌতূহল কিছুতেই চরিতার্থ হইতে পারেনা। যে সকল বালক বোধোদয়ের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, তাহাদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় যেমন, (কোন কোন দিন পড়া সমাপ্তির পর) ধান্য, কোন্ সময়ে বপন করিতে হয়? কৃষক দিগের উপকরণ সামগ্রী কি কি? তাহার নাম, ফসল উৎপত্তির প্রক্রিয়া, ধান্য কত প্রকার, এবং তাহার নাম, রবিশস্য কিকি? গবাদি দ্বারা কৃষি কার্য্যের কিকি সাহায্য হইতেছে। এই সমস্ত বিষয়ে দেশ বিশেষে প্রকার ভেদ ইত্যাদি।

ছাত্র-দিগকে নিয়মিত শিক্ষা।

বালক গণ অবাধে নিয়মিত শিক্ষা পাইলে, কালে অবশ্যই বিদ্বান্ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বালক গণ স্বভাবতঃ আমোদ প্রিয়। আমোদ পাইলে, সমস্ত সময়ই তাহাতে ব্যয় করিয়া থাকে। বিদ্যাভ্যাসের জন্য কোন কোন দিন্‌বা, অনুমাত্রও অবকাশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেনা। এই প্রকারে সময় কর্ত্তন করিলে, কেবল যে, সেই দিনের পাঠ শিক্ষার ব্যাঘাত হইল এমত নহে, পূর্ব্ব শিক্ষিত বিদ্যারও বিস্মরণ হইতে থাকিবে। নিয়মিত শিক্ষা এই দোষ পরিহারের অদ্বিতীয় উপায়। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, আপন-আপন বাড়ীতে অধীতব্য বিষয় যে যে, সময়ে অধ্যয়ন করিবে তাহার জন্য প্রত্যেক বালককেই স্মৃতি পত্রিকা করিয়া দেওয়া উচিত। ছাত্র-গণ তদনুযায়ী হইয়া কার্য্য করিলে, বিলক্ষণ উপকার পাইবে। নিম্নে

তাহার আদর্শ দেওয়া গেল। যদি পাঠের অন্যথা হয়, অথবা ছাত্র বিশেষের বিশেষ প্রতি বন্ধক থাকে, তবে ঐ স্মৃতি পত্রিকার পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু নিয়মিত শিক্ষার জন্য, স্মৃতি পত্রিকা,থাকা প্রত্যেক বালকেরই পক্ষেই তুল্য উপকার জনক। পরন্তু সময় পাইলে, স্মৃতি পত্রিকার অতিরিক্ত অধ্যয়ন জন্যও উপদেশ দেওয়া সঙ্গত।

ছাত্রদের বাড়ীতে অধ্যয়নের জন্য স্মৃতি পত্রিকা।

	পূর্ব্বাহ্ণ			অপরাহ্ণ			
	৬—৭	৭—৮	৮—৯	৬—৭	৭—৮	৮—৯	মন্তব্য
রবিবার	স্বেচ্ছামত	স্বেচ্ছামত	স্বেচ্ছামত	ইতিহাস	পদার্থ-বিদ্যা	অঙ্ক	
সোমবার	সাহিত্য ও ব্যাকরণ	সাহিত্য ও ব্যাকরণ	রচনা	ভূগোল	প্রয়োজনীয় বিষয়	ক্ষেত্রতত্ত্ব	
মঙ্গলবার	"	"	অক্ষর প্রস্তুতি	ইতিহাস	পদার্থ-বিদ্যা	অঙ্ক	
বুধবার	"	"	রচনা	ভূগোল	ক্ষেত্রতত্ত্ব	প্রয়োজনীয় বিষয়	
বৃহস্পতিবার	"	"	অক্ষর প্রস্তুতি	ইতিহাস	পদার্থ বিদ্যা	অঙ্ক	
শুক্রবার	"	"	রচনা	পুরাতন	পুরাতন	পুরাতন	
শনিবার	পুরাতন পড়া						

প্রতিযোগিতা প্রথা।

ছাত্রদিগের অধ্যাপনাকালে, অনুরাগ পরিদর্শনার্থ প্রতিযোগিতা প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ছাত্রগণ স্ব স্ব পাঠ্য পুস্তক মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে, এবং পড়া দেওয়ার কালে অবহিত থাকে।

শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-দিগের বসিবার স্থান, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করিবেন। যে ছাত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধহয়, তাহাকে প্রথম স্থানে ঐরূপ গুণানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি ক্রমে সমুদয় ছাত্রকে বসাইবেন, পরে প্রথম ছাত্রের নিকট প্রথম প্রশ্ন, সে উত্তর দিতে পারিলে, দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় ছাত্রের নিকট, সে উত্তর দিতে পারিলে, তৃতীয় প্রশ্ন তৃতীয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। এইরূপ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ছাত্র উত্তর দিতে অশক্ত হইলে, সেই প্রশ্ন তত্পর সংখ্যক ছাত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয়; সে উত্তর দিতে পারিলে তাহাকে উপরে দিয়া, ঐ অপারগ ছাত্রের প্রতি আবার নূতন প্রশ্ন করিতে হয়। এবার উত্তর দিতে পারিলে, অন্য প্রশ্ন তৎপর সংখ্যক ছাত্রের নিকট করিতে হয়, সে উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে, এবং তৎপরবর্ত্তী ছাত্র সেই প্রশ্নোত্তর করিলে, তাহাকে উপরে দিতে হয়, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রশ্ন করিয়া, উপর নীচ করিতে হয়। পরন্তু কোন ছাত্রই উত্তর দিতে নাপারিলে, শিক্ষক মহাশয় আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝাইয়া দিবেন। এই প্রকার পড়ানেওয়ার সময় অবশ্যই শিক্ষিত ছাত্র-গণ ক্রমশঃ উপরে যাইবে। পড়া সমাপ্ত হইলে, যে ছাত্র যেখানে থাকিল, পরদিন সেই ছাত্রের সেইখানে বইসার অধিকার থাকিল।

এই প্রথামতে উপকার বোধ হইলে, শিক্ষক মহাশয়ের একটুকু পরিশ্রম করিলে ভাল হয়। পৃষ্ঠে যে আদর্শ দেওয়া গেল, তদনুরূপ ছাত্রদের নম্বর রাখিতে হয়। উপস্থিত ছাত্রদের সংখ্যানুসারে নম্বর দিয়া অনুপস্থিত ছাত্রের ঘরে সর্ব্বশেষ সংখ্যার পরের নম্বর দিতে হয়। মাসান্তে সমষ্টি করিয়া, যেছাত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা কম নম্বর পাইবে, তাহাকে প্রথম ও তৎপরে

ক্রমানুসারে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি নির্ণিত হয়। এইরূপে যে নম্বর পাওয়া গেল তদনুসারে রেজেষ্টরের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক লিখিত হইতে পারে; অথবা সেই নম্বর, দৈনিক পরীক্ষার নম্বরবহি নামক এক স্বতন্ত্র বহিতে রাখা যাইতে পারে। পরন্তু শিক্ষক মহাশয় যদি ঐরূপ নম্বর রাখিতে ইচ্ছা নাকরেন, তবে ছাত্রগণকেই ঐ নম্বর রাখিতে আদেশ করিবেন, আমি দেখিয়াছি, ছাত্রগণ অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক ঐ নম্বর রাখিয়াছে। কিন্তু ছাত্রের-দ্বারা নম্বর রাখিলে, সময় সময় পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের ভ্রম সংশোধন ও শঠতা দমন করা আবশ্যক। নচেৎ মাসান্তে সমষ্টি করার সময় গোল-যোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপে যে শুদ্ধ নম্বর পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করা যাইতে পারে।

উৎসাহই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান সাধন। ছাত্র-গণ প্রথম থাকার জন্য অত্যন্ত যত্নবান্ হয়, কৃতকার্য্য হইলে বড়ই সুখী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এতদ্দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে বিলক্ষণ জিগীষুতার উদ্রেক হয়। বিদ্যাভ্যাসে সমপাঠি দিগের জিগীষুতা কেবলই মঙ্গলের জন্য। ছাত্র-গণ এই জিগীষা নিবন্ধন পাঠাভ্যাসে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম পূর্ব্বক স্বস্ব আত্মোন্নতি সাধন করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের নিয়ম।

শিক্ষক মহাশয় আপনার ও ছাত্রদের জন্য নিয়ম করিবেন। কোন নিয়ম করার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন যে নিয়ম করাহয়, অতি-শয় সাবধানতা সহকারে তত্তাবত্ প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিবেন। যদি ১১ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ে উপনীত হওয়ার নিয়ম করাহয়, তবে আপনি কদাপি ১১ ঘটিকা অতিক্রম করিয়া আসিবেননা। ছাত্র গণ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত ও উপদেশানুসারে ঠিক ঐ সময়ে উপস্থিত হইবে। পরন্তু শিক্ষক মহাশয় আপনি ঐ নিয়মের অন্যথা করিয়া, যথেচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলে, ছাত্রগণও তদ্রূপ বিশৃঙ্খল ভাবে উপস্থিত হইবে। কোন বিশেষ ঘটনা-বশতঃ শিক্ষক মহাশয় আপনি যথা সময়ে উপস্থিত হইতে নাপারিলে,

ছাত্রদের নিকট তাহার কারণ প্রকাশ করা উচিত। ইহাতে শিক্ষকের সম্ভ্রমের হানি না হইয়া, বরং উপচয়ই হইবে। বিশেষতঃ নিয়মের অন্যথা করা যে দোষ, তাহাতে ছাত্র বর্গের আরও দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে।

আজ্ঞা।

ছাত্রদিগকে আজ্ঞা করার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়, কিন্তু যখন যে আজ্ঞা করাযায় দৃঢ়তা সহকারে বালকগণ দ্বারা তাহা পালন করান উচিত। একটি আদেশের অন্যথা হইলে, ছাত্রগণ অনেক সময় অবাধ্যতা-চরণে সাহসী হইবে। সুতরাং আত্ম সম্ভ্রম ও বিদ্যালয়ের নিয়ম রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। গম্ভীর ভাবে ভয় সূচকস্বরে আদেশ করা উচিত। সকল স্থলে কারণ বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। আদিষ্ট বালক আজ্ঞা পালনের সঙ্গে সঙ্গে কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইবে। এই প্রকার আদেশ প্রতিপালনের পূর্ব্বে ছাত্রকে প্রতিবাদ করার সময় দেওয়া বিহিত নহে। কোন কোন সময় কারণ বলিয়া দিয়া আজ্ঞা করা যায়। ছাত্রটি প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিচার করিয়া শিক্ষককে স্বমত বলবত্ রাখিতে হইবে। বালকটি নিরাপত্তি হইলে, আপনা হইতেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। নিরাপত্তির পরে অধিক সময় অপেক্ষা করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সকল আজ্ঞাই সমভাবে পালন করাইতে হইবে। এতদ্দ্বারা ছাত্রগণ সর্ব্বতোভাবে বাধ্য থাকে।

গৃহ পরিদর্শন।

ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষকের আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত, বাড়ীতেও যেন তাহার অন্যথাচরণে সাহসী নাহয়। শিক্ষক মহাশয় অবকাশমতে ছাত্রদের বাড়ী যাইয়া, পরিদর্শন করিবেন। তিনি যে, স্মৃতি পত্রিকা রাখিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ছাত্রের পড়ার স্থানে আছে কিনা? এবং ছাত্রগণ তদনুযায়ী হইয়া, অধ্যয়ন করে কিনা? এই সম্পর্কে অভিভাবকের মতামত জিজ্ঞাসা করা উচিত। পরন্তু কোন ছাত্রের বাড়ীতে অধ্যয়নাদির বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিলে, গৃহ শিক্ষার জন্য স্বয়ং বিশেষ সতর্কতা না নিয়া, অভিভাবকের প্রতিই গৃহ শিক্ষার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অভিযোগ

অভিযোগ শুনার জন্য কোন কোন দিন অবকাশ দেওয়া যায়। বিচার করার সময় বাদী, প্রতিবাদী, ও সাক্ষীর কথা শুনা উচিত। তৎপরে নিরপেক্ষ ভাবে নিষ্পত্তি করা বিধেয়। কোন কোন দিন অভিযোগের গুরুত্বানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছাত্রদিগকে যুড়ি নির্ব্বাচন করিয়া তদ্দ্বারা নিষ্পত্তি করাইতে হয়। (এইস্থলে যুড়ি দিগের মত সাধারণের অজ্ঞাত রাখা উচিত। নচেৎ পরস্পর ঈর্ষ্যার সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে।) অভিযোগকারির ক্ষোভ বিমোচন ও অত্যাচারকারী বালকের শাস্তি বিধান পূর্ব্বক বিদ্যালয়ে শান্তি সংস্থাপনই অভিযোগ শুনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিযোগের বাহুল্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। উহাতে বহুল সময় বিনষ্ট হয়; সুতরাং অধ্যাপনার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মায়। অতএব ত্রিবিধ উপায়ে অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিধান কর্ত্তব্য।

১। ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বিস্তারে যত্ন।

২। বিদ্যালয় ছুটির পরে অভিযোগ শুনার সময় নির্দ্ধারণ।

৩। অত্যাচারকারী বালকের প্রচুর শাস্তি বিধান।

দণ্ড।

যখন ছাত্রগণ পাঠেরপ্রতি অমনোযোগী হওয়াতে দণ্ডের যোগ্য হয়, তখন যে, পাঠ শিখিতে অবহেলা করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইল, সেই পাঠটি তাহাকে লিখিয়া আনিতে অথবা লিখিয়া যাইতে আদেশ করা উচিত। যদি পুনরপি তদ্রূপ দোষ করিতে থাকে, তবে লিখার সংখ্যা বৃদ্ধি করা বিধেয়।

এই দণ্ড দ্বারা ব্যাকরণ ও শ্রুতলিপী শিক্ষার সবিশেষ সাহায্য করে, ছাত্রগণ শ্রুতলিপী লিখার সময়, যেযে শব্দ অশুদ্ধ করে; সেই সকল শব্দ ১০।১৫বার লিখিতে আদেশ করা উচিত। ব্যাকরণের জন্য ঐরূপ সূত্র লিখার আদেশ করিলে দণ্ড দেখার কালে সূত্র মুখস্থ হইয়াছে কিনা? তাহাও

দেখা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ সূত্র মুখস্থ বলিতে নাপারিলে, পুনর্ব্বার তদ্রূপ আদেশকরা অসঙ্গত নহে। এই দণ্ড দেওয়ার সময় ছাত্রটির অবকাশ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

প্রকারান্তর দণ্ড।

সামান্য কারণে ছাত্রদিগকে দাঁড়াইয়া দেওয়াই প্রচলিত প্রথা। অপরাধের গুরুত্বানুসারে অর্দ্ধ ঘণ্টা কিংবা একঘণ্টা অথবা তাহা হইতে অধিক সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দণ্ড বিধান কালে ছাত্রটির শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই দণ্ডকে ছাত্রেরা যেন, অত্যন্ত লজ্জাকর বোধ করে। যেছাত্র এই দণ্ডবিধানে লজ্জিত নাহয়, তাহাকে বেঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে। ইহাতেও যাহার নির্লজ্জতা পরিহার নাহয়, তাহাকে ঐ দণ্ড ভোগের সময় সমপাঠির নিকটে উপহাস এবং কখনও তাহার দুরবস্থা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। এতদ্দ্বারা তাহার দোষ অবশ্যই সংশোধন হইতে পারিবে।

এই দণ্ড বিধানেও যাহার দোষ সংশোধন নাহয়, তাহাকে স্কুল ছুটির পরে কয়েদ রাখা যাইতে পারে। কয়েদ দণ্ড দেওয়ার সময় ছাত্রটির বাড়ীর দূরত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এবং শিক্ষকের বর্ত্তমান থাকা উচিত। অনুপস্থিতি দোষের পরিহারার্থ অর্থ দণ্ড দেওয়া কথঞ্চিত সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু অন্য কারণে নহে। যেহেতু অর্থ দণ্ড দ্বারা অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া হয় মাত্র। পরন্তু বেত্রাঘাত নিতান্ত বিগর্হিত। এই দণ্ড দ্বারা দণ্ডিত ছাত্রটি নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া যায়। উহা কদাপি শ্রেয়োজনক হইতে পারেনা।

দোষীর দোষ সংশোধনই দণ্ড দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কখনও এই উদ্দেশ্যের অতিক্রম করা সঙ্গত নহে। সাবধান, ক্রোধ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া, দণ্ডবিধান সকল অবস্থায়ই অশ্রদ্ধেয়। ক্রোধের সময় দণ্ড বিধান নাকরিয়া অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দণ্ড ভোগ করান কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

শিক্ষক-মহাশয় ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। তদ্রূপ বালক দিগের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধেও সময় সময় সদুপদেশ প্রদান করিবেন। বিদ্যা অমূল্য ধন যথার্থ বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য নাশ করিয়া, যে বিদ্যাভ্যাস তাহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ভগ্ন হইলে প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যথা সময়ে পরিমিত রূপে ভোজন, শয়ন, ব্যায়াম ও স্নান প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপ কেশ সংস্কার, শরীর পরিষ্কার, গৃহ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয়, নচেৎ নানা প্রকার শারীরিক পীড়া হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা। ছাত্রদের মধ্যে গাত্র কণ্ডুয়নাদি রোগ হওয়ার প্রধান কারণই অপরিষ্কার থাকা, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল উপেক্ষা করিলে শাস্তি স্বরূপ রোগ যাতনা অবশ্যই পাইতে হইবে। অতএব প্রত্যহই স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মানুরূপ কার্য্য যে, অবশ্য করণীয় প্রসঙ্গ ক্রমে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা বিধেয়।

ছাত্রদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া অধ্যাপনা।

নিম্ন শ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয় গুলিতে প্রায় একজন মাত্র শিক্ষকেরই অধ্যাপনা নির্ব্বাহ করিতে হয়. সুতরাং গোলযোগ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বালকদের অভাব ও প্রয়োজনের অপ্রতুল নাই। স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তাহাদের আবেদন শুনিতে গেলে, আর উপায় থাকেনা। শিক্ষকের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে, " সেই কথা শিক্ষক মহাশয়ের শ্রোতব্য কিনা ? "ছাত্রগণ যাহাতে তাহাই অগ্রে নির্ণয় করিবার নিমিত্ত মনে মনে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষক মহাশয়ের সর্ব্বদা এরূপ গম্ভীর ভাব ধারণ করা উচিত। গোলমাল নিবারণে যত্নকরা হইতে গোলমাল হইতে নাদেওয়াই শিক্ষকের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘার বিষয়। দুইটি উপায় দ্বারা এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম শিক্ষকের কথা শুনিতে আত্যাশক্তি, দ্বিতীয়তঃ চপলতা দমনের উপায় বিধান।

প্রথমতঃ শিক্ষক মহাশয় বালকদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন। যখন যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা বালকদের হৃদয় গ্রাহী করিতে প্রয়াস পাইবেন। এবং আপনার স্বরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর পরিবর্ত্তন নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্বরপরিবর্ত্তন বালকদের মনোযোগাকর্ষনের অত্যুত্তম উপায়।

বালকদের মনোযোগ বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই স্বীয় বক্তব্য সমাধা করা উচিত। শূন্য বাগাড়ম্বরে কোনও উপকার নাই বরং বিরক্তিই জন্মায়। ইহা বড়ই দোষ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক মহাশয় আপনার বক্তব্য বিষয় এরূপে বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইবেন, যেন বালকদের তাহা শুনিতে নিতান্তই আগ্রহ জন্মে। শিক্ষকের কথা শুনার আকাঙ্ক্ষা যেন ছাত্রদের সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখাই তাহাদের চপলতা দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষক মহাশয় যেমন কোন শ্রেণীর পড়াইবেন, তদ্রূপ অন্যান্য শ্রেণীর বালকদিগকেও কার্য্যে ব্যাপৃত রাখার বন্দোবস্ত করিতে সাবহিত হইবেন। আমি বিবেচনাকরি নিম্ন লিখিতমতে কার্য্য করিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

১। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অঙ্কের প্রশ্ন দিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য অধ্যাপন।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অঙ্কের প্রশ্ন দিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সাহিত্য অধ্যাপন।

৩। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অক্ষর প্রস্তুতির আদেশ করিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূগোল ইতিহাস।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অক্ষর প্রস্তুতি, বা রচনা করিতে দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যাপন করিবেন।

৫। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্ন দিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থবিদ্যা বা প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দান করিবেন।

এইপ্রকারে অধ্যাপনাকালে, সময় সময় নিম্ন শ্রেণীর বা উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী প্রশ্ন করা উচিত। এবং যেযে দিনে অঙ্ক প্রভৃতির নিয়ম বুঝাইতে প্রয়োজন হয়, সেই দিনের পড়ার জন্য পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত করা উচিত। বালকদিগকে এই প্রকার নিয়মিত করা কর্ত্তব্য ? যেন তাহারা যথা সময়ে আপনা হইতেই স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হয়।

শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর অধ্যাপন নির্ব্বাহ হইয়াছে কিনা ? তদ্‌বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তৎপরে অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া স্কুল ছুটি দেওয়া উচিত। শিক্ষক মহাশয়গণ এই শেষ অবকাশ অত্যন্ত উপকার জনক জ্ঞান করিবেন।

বর্ণ পরিচয়

প্রথমতঃ স্বরবর্ণ শিক্ষা দেওয়াই প্রাচীন প্রথাছিল। স্বরবর্ণ গুলির উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত সহজ, বোধ হয় তন্নিবন্ধনই উক্ত প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবেক। আধুনিক শিশুশিক্ষা, বর্ণপরিচয় প্রণেতৃ-গণও ঐ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন, অতএব স্বরবর্ণ শিক্ষা দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। বালকদের ধারণাশক্তির অনুরূপ অল্প অল্প শিক্ষা দেওয়াই শ্রেয়স্কর। উচ্চারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখা অভ্যাস করান উচিত। শিশুগণ খেলা করিতেই অনুরক্ত অতএব ক্রীড়া ছলেই শিক্ষা বিধান সমধিক ফলোপধায়ক। বালকদের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি, তত্সহ সন্তোষ প্রকাশ এবং প্রিয় বাক্য কথন প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে মনোরঞ্জন পূর্ব্বক প্রতিদিন একটি কিংবা দুইটিবর্ণ শিক্ষাদিতে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। এই সকল উপায়ে অনুরাগ প্রকাশ করিলে বালকগণ কিছুকাল লেখাপড়া করিতে বিরক্ত হয়না। শিশুদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যতটুক শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাকেই যথেষ্ট জ্ঞানকরা উচিত।

অআ, প্রভৃতি স্বরবর্ণ গুলির উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং পাঠ করিয়া শুনাইবেন। হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে স্বরবর্ণের যেরূপ উচ্চারণ বৈষম্য হইয়া থাকে তাহা সুন্দররূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া, পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করণ পূর্ব্বক অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির উচ্চারণ করাই অপেক্ষাকৃত কঠিন, অতএব জিহ্বার যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়,

শিক্ষক মহাশয় আপনি তাহা দেখাইবেন। বালকগণ মুখে মুখে পড়িতে বড়ই ভাল বাসে, অতএব মুখে মুখেই শিক্ষাদিতে যত্নবান্ হইবেন।

প্রায়ই দেখাযায় বর্ণপরিচয় হওয়ার পূর্ব্বে বালকেরা বর্ণগুলির নাম মুখস্থ করিয়া ফেলে, অতএব বর্ণগুলি তাহাদের চেনা হইল কিনা? তদ্ধেতু নানা প্রকার কৌশলাবলম্বন করা উচিত। কখন বর্ণের নাম করিয়া (তাহাদের পাঠ্য পুস্তক হইতে) বর্ণ দেখাইতে। কখন বর্ণ দেখাইয়া দিয়া (পাঠ্য পুস্তক হইতে) সেই বর্ণের নাম বলিতে, কখনও বা পাঠ্য পুস্তক বিপরীত দিগ হইতে পাঠ, কখন নীচে নীচে পাঠ করাইতে হয়। অপিচ একখণ্ড কাগজের মধ্য ভাগে ছিদ্র করিয়া, সেই কাগজ খণ্ড পৃষ্ঠার ইতস্ততঃ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, ছিদ্র মধ্যস্থ বর্ণের নাম বলিতে আজ্ঞা করা বিধেয়। এই সকল উপায়ে বালকদিগের বর্ণ পরিচয়ের পরিচয় সম্যক উপলব্ধি হইবে।

লেখাশিক্ষা

বর্ণ লেখার জন্য স্লেট্ পেন্সীলই প্রশস্ত উপকরণ। যেভাবে বসিয়া স্লেট পেন্সীল ব্যবহার করাযায় শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং সেইরূপ ব্যবহার করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দিবেন। এবং তাহাদের স্লেটে ৪আযি, ০বৃত্ত, △ ত্রিভুজ—সরল রেখা প্রভৃতি লিখিয়া দিয়া, তাহার উপরে উপরে হাত ঘুরান শিক্ষা দিতেহয়। ইহাতে বালকদের লেখার অধিকার জন্মে। সরল রেখা, বক্ররেখা প্রভৃতি (কথিতমতে) বালকগণ অঙ্কিত করিতে কৃতকার্য্য হইলে, তাহাদের স্লেটে ছুইটি কসী টানিয়া, তন্মধ্যে সুন্দর সুন্দর করিয়া বর্ণগুলি লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকগণ তাহার উপরে উপরে লিখিতে থাকিবে। এইরূপে লেখার অভ্যাস হইলে; তাহাদের স্লেটে মাত্র ছুইটী কসী টানিয়া দিবেন, বালকগণ ঐ কসী দ্বয়ের মধ্য ভাগে দেখিয়া লিখিবে। ছুইটি কসী টানার তাত্পর্য্য এইযে, উপরের কসীতে মাত্রার সাম্য ও নীচের কসীতে বর্ণের সম পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। শিশুদের বর্ণ পরিচয় শিক্ষার ন্যায় গুরুতর শিক্ষা আর নাই ইহাতে অধিক সময় ব্যয় হইলেও চঞ্চল হওয়া উচিত নহে।

শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এই দুইখণ্ড পুস্তক শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী। বর্ণ পরিচয়ের নিমিত্ত ঐ দুইখণ্ড পুস্তকের সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। আকারাদি স্বরবর্ণে, ব্যঞ্জন বর্ণগুলি যুক্ত হইয়া, যেরূপ উচ্চারিত হয়, তন্নিমিত্ত সমবেত বালক দিগকে নিম্ন লিখিতমতে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

(শিক্ষক) " ক, আকারে কা,, (বালক) "ক, আকারে কা,, (শি) খ, আকারে খা,, (বা) " খ আকারে খা,, (শি) " গ, আকারে গা, (বা) " গ, আকারে গা,, এইরূপ সর্ব্বত্র। তৎপরে প্রশ্নোত্তর প্রণালী ক্রমে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। (শি) "ক, আকারে কি হয় ? ,, (বা) " ক, আকারে কা হয়। ,, (শি) "খ, আকারে কি হয় ? ,, (বা) " খ আকারে খা হয়। ,; ইত্যাদি।

" কাল কাক ভাল নাক,, শিশুশিক্ষার এই সকল পাঠ অধ্যয়ন কালে শব্দগুলির বর্ণ বিচ্ছেদ করিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা ক্ + আ = কা এবং ল্ + অ = ল = কাল। ঐরূপ ভ্ + আ = ভা এবং ল্ + অ = ল = ভাল। ইত্যাদি। পুস্তকের অতিরিক্ত ৭৮টি উদাহরণ প্রদর্শন করা বিধেয় যথা— কাকা, কাচ, কাজল, কাট, কাড়া, কাপড়, কামার, কায়া ইত্যাদি। " কিল খিল চিল,, এই পাঠও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে শিক্ষা দিয়া, ইকি, উকি, সখি, চিনি, চিল, ছিলা, ছিট, দধি ইত্যাদি বহুবিধ উদাহরণ দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণে ইকার যুক্ত হইলে যেরূপ লিখিত ও পঠিত হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বত্র।

শুদ্ধ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শিক্ষার পরে স্বর ও ব্যঞ্জনের যোগ শিক্ষা দিতে হয় তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণ যোগের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। " কটুবাক্য কহা অনুচিত,, (দ্বিতীয় ভাগ) এই উদাহরণ হইতে ব্যঞ্জনবর্ণে, য, যুক্ত হইলে যেরূপ রূপান্তরিত ও উচ্চারিত হয় তাহার শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বর্ণগুলি বিচ্ছেদ করিয়া, ধ্বনি ধারার

নিয়মমতে শিক্ষা দিলে বালকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে শিক্ষা করিতে পারে। যেমন ব্+আ=বা ক্+য্—ক্য=বাক্য। যুক্তবর্ণ শিক্ষা দেওয়াকালে পথ্য শস্য, সত্য, আখ্যা, আরোগ্য, বাদ্য, রাজ্য, পিত্ত, পুণ্য ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উদাহরণ দেওয়া উচিত। কতকগুলি বর্ণ প্রায় একরূপই লিখিত হয় যেমন (এ, ঞ) ঐরূপ (ও, ত্ত) ইহাতে কেবল মাত্রা বৈষম্য। আবার কতক-গুলি বর্ণ লেখার প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার যথা রু (র্+উ), রূ (র্+ঊ), গু (গ্+উ), শু, (শ্+উ), হৃ (হ্+ঋ) ক্র (ক্+র) ইত্যাদি এই সকল বর্ণ বালক দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম ভাগের "পিতার কথা শুনিবে,, ইত্যাদি হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত। ঐরূপ দ্বিতীয় ভাগের "মাধবের সদ্ ব্যবহার,, এই প্রবন্ধ হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত বিষয় গুলির অর্থ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বালকদের সম্যক বর্ণপরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ শিক্ষার জন্য যত্নবান্ হওয়া বিধেয় নহে।

বালকদিগকে পড়া দেওয়া গেলে, তাহারা বাড়ীতে যেরূপে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা করিবে, শিক্ষক মহাশয় তাহাও স্বয়ং পাঠ করিয়া শিক্ষা দিবেন। মনেকর কোন বালককে "কাল কাক ভাল নাক,, প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষার এই অংশ টুক পড়া দেওয়া গেল, ইহার শিক্ষার রীতি যথা-ক, আকারে কা, ল, কাল। (ক্, তাতে আকার দিলে কা হয় এবং ল এই সকল বর্ণের যোগে কাল হইল অধ্যয়নের সময় ঐ প্রকার পড়িতে গেলে, অধিক সময় লাগে, অতএব সংক্ষেপে পড়াই শ্রেয়ঃ) ক, আকারে কা। ক, কাক। ভ আকারে ভা, ল ভাল। ন, (দন্ত্য ন) আকারে না, ক নাক, এই প্রকারে অধ্যয়ন করিলে বর্ণ বিন্যাস সম্বন্ধে বালকদের সুপটু হইতে পারে।

অক্ষর প্রস্তুতির রীতি।

অক্ষরগুলি সুন্দর করিতে গেলে, উপকরণ সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কালী, কলম ও কাগজ প্রভৃতি লেখকের ইচ্ছানুরূপ হওয়া নিতান্ত

প্রয়োজনীয়। নচেৎ সুলেখক হওয়া দুষ্কর। তৎপরে বর্ণ বিন্যাস। বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে নীচের লিখিত কতিপয় কথা অবশ্য প্রতিপাল্য।

১। শব্দের সকলগুলি অক্ষর সমান হওয়া আবশ্যক।

২। সমশীর্ষ অর্থাৎ সকলগুলি বর্ণ সমমাত্র হওয়া উচিত।

৩। বর্ণগুলি পরস্পর যুক্ত নাহইয়া (যতদূর সম্ভবে) সন্নিহিত হইবে।

৪। ঐ সকল বর্ণগুলি সমদূরবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক।

৫। এইরূপ লিখিত শব্দগুলি পরস্পর সমদূরবর্ত্তী ও সমশীর্ষ হওয়া উচিত।

৬। প্রত্যেক পংক্তিতে যতগুলি শব্দের সমাবেশ হইতে পারে তদনুরূপে পংক্তিটি সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ নাকরিয়া, অন্য পংক্তি লেখা উচিত নহে।

৭। পংক্তি পূর্ণ হইলেও যদি শব্দ পূর্ণ নাহয় তবে পংক্তির শেষে —এই চিহ্ন দিয়া পরের পংক্তিতে অবশিষ্ট অক্ষর লিখিতে হইবে।

এই প্রকার বর্ণ বিন্যাস প্রথম হইতে প্রণালী শুদ্ধ লিখিতে অভ্যাস নাকরিলে, শেষে তৎসংশোধন বড়ই কষ্টযুক্ত হয়।

সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষা।

সাহিত্য শিক্ষায় ছাত্র গণ নীতি পরায়ণ হয়। সুনীতি সম্পন্ন করাই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিনয়, নম্রতা, সারল্য, বাৎসল্য, সাধুতা ও সাময়িক বীর্য্য প্রকাশ প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহের অনুকরণে বালক দিগকে যেমন উত্তেজনা কর্ত্তব্য। লোভ, ক্রোধ, কার্পণ্য, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্য প্রভৃতির দোষ সংশোধনেও তাদৃশ যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। ভাষা-শিক্ষার কতকগুলি অংশ কেবল ভাষা শিক্ষার জন্যই অধীত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ দ্বারা ভাষা শিক্ষার পোষকতা হয় মাত্র।

ব্যাকরণ শিক্ষা।

ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্রের অর্থ করিয়া উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয়। অন্যবারে (নিয়মানুসারে ব্যাকরণ অধ্যাপনার দিনে) ঐ সকল সূত্র

বালকদের মুখস্থ ও অর্থোপলব্ধি হইয়াছে কিনা ? বিশেষরূপে দেখা উচিত। বালকগণ পড়া দিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে নূতন পড়া দেওয়া কর্ত্তব্য অপিচ সাহিত্য পড়ার সময় ব্যাকরণ সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সাহিত্য অধ্যাপনার প্রণালী।

সাহিত্য পুস্তক হইতে কতক অংশ বালক দিগকে পাঠ দেওয়া যায়। তাঁহারা উহা হইতে ব্যাকরণ ঘটিত বিষয়গুলি বুঝিয়া লাইবে, কঠিন কঠিন শব্দ সকলের অর্থ মুখস্থ করে এবং নূতন শব্দের বর্ণ বিন্যাস ও আবৃত্তি অভ্যাস করে।

সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রথমতঃ আবৃত্তি সংশোধন করা উচিত। তত্পরে ব্যাখ্যা করা বিধেয়। অপিচ কোন ঐতিহাসিক বিষয় থাকিলে, তত্তাবত্ বর্ণনা করা আবশ্য কর্ত্তব্য। কোন শব্দের বিশেষ অর্থ করা হইলে, তাহা কেবল বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, উহা বালক দিগকে লেখাইয়া দেওয়া বিধেয়। ব্যাকরন সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন করা যেমন প্রয়োজনীয় তদ্রূপ সাহিত্য পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যান্য ব্যাক্তিদের সমালোচনাও আবশ্য কর্ত্তব্য।

সাহিত্য পুস্তক সম্ভবতঃ মুখস্থ নেওয়া উচিত। ইহাতে রচনা করার বিলক্ষণ পোষকতা হইয়া থাকে। শব্দ সম্পত্তি রচনা করার প্রধান উপাদান। সাহিত্যের প্রধান প্রধান উপাদেয় অংশ সকল মুখস্থ থাকিলে, ছাত্রগণ তদ্দৃষ্টে রচনা করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু সুরচক হওয়া অভ্যাস সাপেক্ষ। ছাত্রগন যতই অভ্যাস করিবে, রচনা করিতেও তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিবে। অপিচ সাহিত্যের উপাদেয় অংশ সমূহ মুখস্থ থাকিলে, অন্তঃকরণের বিলক্ষণ প্রাসস্ত্য জন্মে। ছাত্রদিগকে অভিধান ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া উচিত. তাহা হইলে তাঁহারা আপনা হইতে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

আবৃত্তি সংশোধন।

আবৃত্তি সংশোধন জন্য প্রতিযোগিতা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। এতদ্‌দ্বারা বালকগণ পাঠের প্রতি অনুক্ষণ অবহিত থাকে। শিক্ষক মহাশয় নীচের লিখিত কতিপয় বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

১। দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরবর্ণের উচ্চারণ বৈষম্য। ২। সংযুক্ত বর্ণ গুলির স্পষ্ট উচ্চারণ। ৩ প্রত্যেক পদের ভিন্ন ২ রূপে উল্লেখ। ৪ কমা দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন স্থানে বিশ্রাম। ৫ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বোধ।

অকারান্ত শব্দের আবৃত্তি সময় বালকগণ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনা হয়। তাহার কারণ এইযে, এই সম্বন্ধে ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং শিক্ষকের উপদেশ ভিন্ন কোনমতেই সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারেনা। অতএব কোন্ শব্দের অকার উচ্চারিত হইবে, কোন্-শব্দের বা, উচ্চারিত হইবেনা; তদ্বিষয়ক উপদেশ দেওয়া উচিত। সত্য, ভদ্র, বাক্য প্রভৃতির ন্যায় সংযুক্ত বর্ণ অন্তে থাকিলে তৎপরবর্ত্তী অকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। গত, গলিত, কৃত প্রভৃতি ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইবে কিন্তু উচিত প্রভৃতির হইবেনা।

অনুজ্ঞা বোধক ক্রিয়াপদের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। যেমন চল, থাক, ধর প্রভৃতি কিন্তু তুমর্থে প্রযুক্ত হইলে হয়না।

বড়, ছোট প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয় কিন্তু গাছ, মাছ, ঘট, জল, বল, পল, কলম কাগজ ইত্যাদি বহু সংখ্যক শব্দগুলির অকার উচ্চারণ হইবেনা।

এই স্থলে সাধারণ নিয়ম এইযে, পদের উচ্চারণ যত সহজে ও সংক্ষেপে করা যাইতে পারে তাহাই গ্রহণীয়। শিক্ষক মহাশয়গণ এই বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। সাধারণ স্থলেও শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং আবৃত্তি করিবেন; বালকগণ তদনুযায়ী আবৃত্তি করিতে অভ্যাস করিবে।

পদ্য পুস্তক পড়া নেওয়ার কালে, ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোন কোন বারে বালকদের আবৃত্তি শুনা উচিত। এবং অশুদ্ধ সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ছাত্রদের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপলব্ধি হইতেছে কিনা? তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেমন "মানবজাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে অন্যান্য সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এখানে কোন কোন বালককে মানব শব্দটির একবারে উচ্চারণ না করিয়া, একবারে মা, এই বর্ণ ও দ্বিতীয়বারে নবজাতি বলা বিচিত্র নহে। ঐরূপ ক্ষমতাতে এই শব্দের একবারে ক্ষম, দ্বিতীয়বারে তাতে, এইরূপ আবৃত্তি করা অসম্ভব নহে। অতএব তাহার সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অধ্যাপনার উদাহরণ।

"মানবজাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সকল জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ,"

(বোধোদয়)

(শিক্ষক)—মানব অর্থ কি? (বালক)—মনুষ্য। শি—জাতি অর্থ? বা—সাধারণ। "শি—মানবজাতি পদে মনুষ্যকে কাহা হইতে ভিন্ন করিতেছে? বা—সকল জন্তু হইতে। শি—সত্য। আকৃতি গত বৈষম্য হইলেই এক একটি জাতি হয়। যেমন গো এবং বিড়াল এই উভয় পশুর আকৃতি বিভিন্নরূপ হওয়াতেই গো একটি জাতি ও বিড়াল অন্য একটি জাতি। ঐরূপ শৃগাল অন্য একটি জাতি। রাধাকিশোর! তুমি আর একটি জাতির উল্লেখ কর? রাধা—যেমন হরিণ শি—গঙ্গাচরণ! আর একটির উল্লেখ কর? গঙ্গা কাক। শি—ললিত! আর পাঁচটি জাতি বল? ললিত—গর্দ্দভ, ছাগ, মহিষ, চিল ও বানর। শি—রাম! জাতি-শব্দের অর্থ বুঝিয়াছ? রাম—হাঁ শি—বলত? রাম—যেসকল জন্তুর আকার একরূপ নহে, তাহারা প্রত্যেকে এক একটি জাতি। শি—তোমরা এই কথা লিখিয়া রাখ। (বালকদের লিখন) রাম! মানব একটি জাতি বটে, কিন্তু সকল মনুষ্যই কি একজাতি? রাম—না। স্ত্রী এবং পুরুষে আকৃতি বৈষম্য আছে। শি—ঠিক। স্ত্রী এবং পুরুষ দুই জাতি সত্য বটে

কিন্তু মানবজাতি পদে ঐ উভয়কে বুঝাইবে। অর্থাৎ যে সকল জন্তুর অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে তাহারা প্রত্যেকে এক একটি জাতি বলিয়া কথিত হয়। যেমন কুক্কুর, বিরাল, পাঁঠা, ঘোড়া, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু গুলির সাদৃশ্য থাকাতে উহারা সকলেই পশু শব্দে বাচ্য হয়। ঐরূপ চিল, কাক কোরাল প্রভৃতি পক্ষী। যাউক বলত রাম! ইংরেজ ও বাঙ্গালী ইহারা এক জাতীয় কিনা? রাম—না। ইংরেজদের বর্ণ শ্বেত কিন্তু বাঙ্গালী গণ নানা বর্ণের হয়।” শি “ইহাতে বর্ণের বৈষম্য হইল বটে কিন্তু আকৃতি বৈষম্য কোথায়? আকৃতি উভয়েরই একরূপ। সুতরাং উভয়েই মানবজাতি বলিত-! মানবজাতির মধ্যে কতক গুলিকে ইংরেজ ও কতকগুলিকে বাঙ্গালি বলার কারণ কি? (বালিক মৌন) কেন? তোমরাত বোধোদয়ে পড়িয়াছ প্রত্যেক দেশীয় লোকেরই এক একটি উপাধি আছে, এবং সেই উপাধিদ্বারা এক দেশীয় লোককে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া চেনা যাইতে পারে। যেমন ইংলণ্ডের অধিবাসী দিগকে, ইংরেজ বঙ্গদেশের বাসী দিগকে বাঙ্গালী ইত্যাদি। কিন্তু উহা উপাধি জাতি নহে। বলত রাম? বাঙ্গালী, ইংরেজ, আসামী, মহারাষ্ট্রীয়, ইহারা এক জাতীয় কিনা? ,,রাম“ হাঁ। উহারা সকলেই এক জাতীয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী বলিয়া, উহাদের উপাধি ভিন্ন ভিন্ন ,,শি“ গঙ্গাচরণ! ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধোপা, নাপিত, ইহারা কি একজাতি ?,, গঙ্গা“ না।” শি- উহারা সকলেই একজাতীয় কিন্তু উহাদের মধ্যে যে আচার ব্যবহার প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য উহাকে বর্ণ বিভেদ বলাযায়, উহা জাতি বিভেদ নহে। অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল, পরে ক্রমে ঐ সকল বর্ণের যোগে নানা বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, যেমন কুম্ভকরে যে, সে কুম্ভকার মালাকরে যে, সে মালাকার ইত্যাদি ব্যবসায় ভেদে তাহাদের উপাধি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। যাহা হউক (রামের প্রতি- চাহিয়া) মানবজাতি পদে? ,,রাম“ সমুদায় মনুষ্য” শি–বুদ্ধি শব্দের অর্থ- কি?” বা-জ্ঞান।” শি “ক্ষমতা অর্থ কি?” বা—যোগ্যতা। ,, শি---অঙ্গ

শব্দে? রা—প্রাণী। "শি„ বোধোদয়ে জন্তু শব্দের কি অর্থ লিখিত আছে? (রা মৌন) শি—চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। রাম! জন্তু কাহা? রাম—চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। শিক্ষক ললিতের দিগে দৃষ্টি করিলে "ললিত„ চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। শি—গঙ্গা চরণ! এখন ঐ কথাটির অর্থ কর গঙ্গা—মনুষ্য মনুষ্যগণ জ্ঞানে ও যোগ্যতায় (মানব ভিন্ন) অন্যান্য সমস্ত প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। শি—বেশ হইয়াছে। অর্থাৎ মনুষ্য গণ প্রধান কেন? তাহার দুটি কারণ; একটি এইযে, মনুষ্যদের বুদ্ধি অধিক, দ্বিতীয় ক্ষমতা অধিক; এতদ্বারা তাহারা সমুদায় প্রাণী হইতে প্রধান হইয়াছে। সত্য বটে এমন অনেক জন্তু আছে যাহাদের শারীরিক বল মনুষ্য হইতে অনেক অধিক কিন্তু তাহারা মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমতা শালী নহে। দেখ যে বৃক্ষ (অন্য জন্তু দূরে থাকুক) হস্তীও ভাঙ্গিতে অক্ষম; তাহা একটি দুর্ব্বল মনুষ্য কুঠারি দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিতেছে। অপিচ মনুষ্যগণ বিদ্যাবলে কেমন দিন দিন আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতেছেন। কিন্তু পশুগণ বিদ্যাভ্যাস করিতে অক্ষম; সুতরাং পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও সেইরূপ! কোনকালেও উহাদের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই! মনুষ্যের নিকট পশুদিগের বুদ্ধিও অতি সামান্য এবং ক্ষমতাও সামান্য এই হেতু মানবজাতি সকল জন্তু হইতে (রামের দিগে দৃষ্টি করিলে) রাম—প্রধান। শি—তোমাদের পুস্তক রাখ (সকল বালক পুস্তক রাখিলে) শি—ললিত! জাতি শব্দ কিপ্রকারে লিখিতে হয়? ললিত—বর্গীয় জ এ, আকারে জা, ত এ হ্রস্ব ইকারে তি = জাতি। শি—রাধাকিশোর। জন্তু শব্দের বর্ণ বিন্যাস কি? রাম—বর্গীয় জ এবং দন্ত্য ন, এর নীচে ত, তাতে হ্রস্ব উকার,—জন্তু। শি—রাম! শ্রেষ্ঠ লিখিতে কোন কোন বর্ণের আবশ্যক? রাম—তালব্য শ এর নীচে র, তাতে একার শ্রে এবং মূর্দ্ধন্য ষ এর নীচে ঠ—শ্রেষ্ঠ। শি—শ, এর নীচে র থাকিলে, শ্র হয় কিন্তু ছ এর ন্যায় উচ্চারণ করিলে কেন? (বালক গণ মৌন) শি—তালব্য শ এর সহিত রেফ যুক্ত হইলে চ বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের ন্যায়ই উচ্চারিত হয়, ইহা

ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, তোমরা লিখিয়া রাখ (সকলের লিখন) তালব্য শএর সহিত রেফযুক্ত হইলে চবর্গের দ্বিতীয় বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন শ্রেষ্ঠ। ললিত! আর একটি উদাহরণ দেও? ললিত—শ্রেণী। (শি)—গঙ্গাচরণ! আর একটি? গঙ্গা—শ্রী (গঙ্গাচরণের দিগে দৃষ্টি করিয়া) তুমি মাঝে মাঝে মাথা ধরিতেছ কেন, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? গঙ্গা——আমার বড়ই মাথা ধরিয়াছে। শিক্ষক—আমার নিকট আইস (গঙ্গাচরণের নিকটে গমন করিলে শিক্ষক তাহার মাথায় ও শরীরে হাত দিয়া) তোমার মাথাটি বড়ই উষ্ণ কিন্তু শরীর বেশ শীতল যাও মাথায় বেশ করিয়া শীতল জল দিয়া আইস। ললিত! গঙ্গাচরণের শরীর উষ্ণ হইলেও কি শীতল জল দেওয়া উচিত হইত? ললিত—জ্বর হইলে শরীর উষ্ণ হয়। জ্বরে শীতল জল স্পর্শ করা উচিত নহে উহাতে আরও জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (এই সময়ে গঙ্গাচরণের প্রত্যাগমন) (শি)—গঙ্গাচরণ! এখন কেমন বোধ হয়? গঙ্গা—মাথা ধরা গিয়াছে! (শি)—(ললিতের দিগে দৃষ্টি করিয়া) গঙ্গাচরণের মাথা ধরার কারণ বলিতে পার? (ললিত মৌন) (শি)—গঙ্গাচরণের মস্তকে উষ্ণতার আধিক্য হইয়াছিল এখন শীতল জল স্পর্শে তাহার লাঘব হওয়াতে মাথা ধরা গিয়াছে। রাম! তোমার শ্লেটে কি কি লিখিয়াছ? (রামের পাঠ) যে সকল জন্তুর আকার এক রূপ নহে তাহারা প্রত্যেকে এক একটি জাতি ২। তালব্য শ এর সহিত রেফ যুক্ত হইলে চবর্গের দ্বিতীয় বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। (শি)—তোমরা এই দুইটি কথা মুখস্থ করিবে সময়ে জিজ্ঞাসা করা যাইবে। এই প্রকারে পড়া সমাপ্ত করিয়া কতক টুক পড়া দিতে হয়।

পদ্য পুস্তকের অধ্যাপনা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১। আবৃত্তি ২। অর্থ করা ৩। গদ্যকরা ৪। ছন্দ বোধ।

আবৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইক্ষণ কোন কবিতার অর্থ করিতে হইলে, কঠিন কঠিন শব্দ গুলির প্রতিশব্দ দিতে হয় এবং অর্থ বোধের জন্য দূরন্বয় পরিত্যাগ করাযায়। অপিচ সরল ভাষায় উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়।

(গদ্য করা)

কোন কবিতার গদ্য করিতে হইলে, সেই কবিতার পদ গুলিকে গদ্যের নিয়ম মতে স্থাপন করা যায়। পরন্তু শুদ্ধ পদ্যে যে সকল পদ ব্যবহার করার রীতি আছে, তত্তাবত্ পরিবর্ত্তন করা উচিত। অপিচ ছন্দানুরোধে যে সকল পদ ব্যাকরণ দুষ্ট হইলেও পদ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন করিতে হয়।

(ছন্দ শিক্ষা)

বাঙ্গলায় পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটি ছন্দই প্রধান। ইহাদের অক্ষর সংখ্যা ও যতি ও মিল বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পদ্য পুস্তক অধ্যাপনার প্রণালী।

"নিশি হল শেষ রবি উঠিল আকাশে।
ভূতলেতে মনোহর আলোক প্রকাশে॥"

পদ্য মঞ্জুরী।

শিক্ষক—নিশি অর্থ কি? বালক-রাত্রি (শি)—শেষ অর্থ? (বা)—ভোর (শি)—এখানে ভোরই বটে কিন্তু যদি বলাযায় দান করিতে করিতে তাহার সমুদয় সম্পত্তি শেষ হইয়া গেল এই স্থলে শেষ শব্দের অর্থ কি ভোর হইবে? (বা)—না এখানে শেষ অর্থ আর থাকিল না। (শি)—শেষ শব্দের অর্থ কখন ভোর, কখন অভাব, কখন সীমা ইত্যাদি নানার্থ হইতে পারে যাহউক এখানে শেষ অর্থ ভোরই বটে। ঐ ভোর শব্দের আর একটি ভাল নাম অবসান। তোমরা এই কথা অর্থের বহিতে লিখিয়া রাখ। (বালক-দের লিখন শেষ অর্থ অবসান) রবি অর্থ? বা—সূর্য্য

(শি)—আকাশ? (বা)—গগন। (শি)—এখানে লিখিত আছে রবি আকাশে উঠিল বলত পূর্ব্বে রবি কোথায় ছিল? (বা)—পৃথিবীর নীচে ছিল। (শি)—পৃথিবীর নীচে কি সূর্য্য সর্ব্বদাই থাকে? বা—না উপর হইতে নীচে যায় আবার উপরে উঠে। (শি)—এখানে এই রূপই অর্থ করিতে হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী আপন কক্ষায় ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যকে বেষ্টন করে যখন সূর্য্য অপর পৃষ্ঠে থাকে তখন আমরা দেখিতে পাইনা সেই সময়কে রাত্রি কহে আবার যখন সূর্য্য দৃষ্টি পথে আইসে তখন দিবা ভাগ। ফলতঃ সূর্য্য উঠেনা, পৃথিবীর আবর্ত্তনে ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। ভূতল অর্থ কি? বা—পৃথিবী। (শি)—মনোহর অর্থ? বা—সুন্দর। (শি)—মনোহর পদের সন্ধি কর? বা—মনঃ এবং হর এই দুইটি পদের যোগে মনোহর পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। (শি)—আলোক শব্দের অর্থ কি? বা—জ্যোতিঃ। (শি)—আকাশে কোন কারক? বা—অধিকরণ কারক। (শি)—হল এইটি কি পদ? বা—ক্রিয়া পদ। (শি)—উহার কর্ত্তৃপদ কি? (কেহ নিশি. কেহবা শেষ এইরূপ কহিল) (শি)—নিশি শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি থাকাতেই তোমরা এই প্রকার গোলমাল করিতেছ। মনে কর? যে হয় সেইত কর্ত্তা—তবে বল দেখি এখানে হইল কি? বা—শেষ। (শি)—নিশি হইল না, নিশির শেষ হইল, সুতরাং শেষ কর্ত্তৃপদ। নিশি শব্দটি ষষ্ঠ্যন্ত করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। হল এই ক্রিয়া পদটি পদ্যেই ঐ রূপ আকার হয় উহার গদ্য করিতে হইলে, হইল বলা যায়। উঠিল এই ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ কি? বা—রবি। শি—এই কবিতাটির অর্থ লিখিতে হইলে এই রূপ হয় যথা—রবি (সূর্য্য) আকাশে (গগনে) উঠিল (উদিত হইল) এই হেতু ভূতলেতে (পৃথিবীতে) মনোহর (সুন্দর) আলোক (জ্যোতিঃ) প্রকাশে (বিস্তারিত হইল)। ইহার গদ্য যথা নিশির অবসান হইলে, ভূতলে মনোহর আলোক বিস্তারিত হইল।

কথোপ কথন ছলে শিক্ষা।

শিক্ষক আইজ তোমরা বেশ পড়া শিখিয়াছ, দেখ কেমন শীঘ্র শীঘ্র পড়া সমাপ্ত হইল। স্কুল ছুটির এখনও প্রায় আদ ঘণ্টা বাকি আছে, অতএব গল্প করা যাউক। রাম আইজ তুমি কি কি খাইয়াছ? রাম—ভাত, মাছ, দুধ, কলা। শি—ঐ সকল দ্রব্যকে ভাল কথায় কি বলে, ললিত! বলিতে পার? ললিত—ভাতের নাম অন্ন। মাছ-মত্স, দুধ-দুগ্ধ, কলা-কদলি। শিক্ষক—রাধাকিশোর! কদলি কত প্রকার আছে? (রাধা) কবরি, শভরি, আইটা। শি—আইটা কলাতে অনেক বিচি বলিয়া উহার নামান্তর কি বলে? (রাধা) বিচাকলা কহে। শিক্ষক-আরও অনেক প্রকার কলা আছে যেমন চিনিচাপা, মরতমান, ডিঙ্গামানিক ও অমৃত-সাগর প্রভৃতি। রাম! তুমি বুঝি কদলি খাইতে বড়ই ভাল বাস? (রাম) আজ্ঞা হাঁ। শি—ওদিন গঙ্গাচরণ কেন অনুপস্থিত হইয়াছিল জান? (রাম—মৌন) গঙ্গাচরণ! বল। গঙ্গা—আমার বড়ই পেটে ব্যথা হইয়াছিল। তারপর বোন বোন নামক এক প্রকার ঔষধ খাইলে তিনটা ক্রিমি পড়িয়া যায় আর একটুকু আরোগ্য লাভ করি। শিক্ষক-ঐ পীড়া হওয়ার কারণ কিছু বলিতে পার? গঙ্গা—আমি বড়ই কদলি খাইতাম তাতেই নাকি ঐ রোগ হইয়াছিল, ডাক্তর বাবু আমাকে কদলি খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সেই দিন হইতে কদলি খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি। ইঃ যে ব্যথা!! (শি)—হাঁ অধিক কদলি খাইলেই ক্রিমি হয় এবং ক্রিমি হইলে ঐ প্রকার ব্যথাই জন্মায়। অতএব তোমরা অল্প অল্প কদলি খাইও। রাম! মৎস দ্বারা কি পাক হইয়াছিল? রাম—সিদ্দ, ভাজা, আর সুপত। শিক্ষক সুখত খাইতে কেমন? রাম—সুপত বড়ই ঝাল আমি প্রায়ই সুখত খাইনা! (অন্যান্য বালকদের হাস্য কিন্তু এই স্থলে শিক্ষকের হাস্য সংবরণ করিতে হইবে।) (শি)-রাম! তুমি কোন ব্যঞ্জন ভালবাস? রাম-যে ব্যঞ্জনে ঝাল নাই শি-তুমি তদ্রূপ ব্যঞ্জন কখন খাইয়াছ? রাম কাল খাইয়াছি! শি-

সেই ব্যঞ্জনে কি কি সামগ্রী ছিল? রাম—বাগুণ, খৈলসামাছ সরিসা-পাতা, আর ঝোল (শি)—উহা দেখিতে কেমন? রাম—ঐ ব্যঞ্জনে লাল নয় কিছু সাদা সাদা (শি)—আর অদ্য যে ব্যঞ্জন তুমি ঝালের জন্য খাইতে পার নাই তাহার বর্ণ কেমন? রাম—লাল বর্ণ (শি)—ললিত! বুঝিয়াছ রাম অদ্য কি ব্যঞ্জন খাইয়াছেন? ললিত—ঝালের ব্যঞ্জন (শি)—ঠিক। রাম যে ব্যঞ্জন খাইতে বড়ই ভাল বাসেন (গঙ্গাচরণের দিগে দৃষ্টি করিয়া) তাহার নাম বলিতে পার? গঙ্গা—সুখত (শি)—সুখতকে ভাল কথায় তিক্ত ব্যঞ্জন কহে, রাম! এখন বুঝিয়াছ কেন সকলে তোমার কথায় হাস্য করিয়াছিল? রাম—আমি ঝালের ব্যঞ্জনকে সুখত বলিয়াছিলাম (শি)—এখন আর গল্প করার সময় নাই। রাধাকিশোর! অদ্যকার কথোপ কথনে কি উপদেশ পাইলা? রাধা—অধিক কদলি ভক্ষণ অনুচিত (শি)—রাম! আর কোন বিষয় জানিয়াছ? রাম—যে ব্যঞ্জন ঝাল লাগে তাহা ঝালের ব্যঞ্জন আর যে ব্যঞ্জনে ঝাল নাই তাহার নাম সুখত! (শি)—গঙ্গাচরণ! আর কোন বিষয় নূতন শিখিয়াছ? গঙ্গা—কলার নাম ভাল কথায় কদলি কহে। আর কদলি নানা প্রকার আছে করবি শভরি আইটা, চিনিচাপা, মরত্মান। শি—আইটাকলার আর একটি নাম কি ললিত! বলিতে পার? ললিত——বিচাকলা। শি—তিক্ত ব্যঞ্জন পাক করিতে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক এবং উহা যে প্রকার পাক করিতে হয় তোমরা বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস অবকাশমতে শুনা যাইবেক।

ছন্দ শিক্ষার প্রণালী।

"নিশি হল শেষ রবি, উঠিল আকাশে।
ভূতলেতে মনোহর, আলোক প্রকাশে॥"

(শি)—এই কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? (বা)——পয়ার ছন্দে। (শি)—পয়ার ছন্দে কয়টি চরণ? (বা)—দুইটি। (শি)—তোমরা

লিপিখিত রূপ পয়ার ছন্দে দুইটি চরণ। (বালক দিগের লিখন) উহার প্রত্যেক চরণে কয়টি কয়টি অক্ষর? (বালক মৌন) তোমরা গণিয়া বল (বা)-প্রথম চরণে চৌদ্দটি ও দ্বিতীয় চরণেও চৌদ্দটি অক্ষর। (শি)—লিখিয়া রাখ পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটি করিয়া অক্ষর। (বালক লিখন) বলত রাম! এই কবিতাটির দ্বিতীয় চরণের শেষ দুইটী শব্দ যদি পরিবর্ত্তন করা যাইত অর্থাৎ প্রকাশে আলোক এই রূপ বলিলে কি দোষ হইত? (বা)——মিল হইতনা। (শি)——তবে উভয় চরণের মিল থাকাও আবশ্যক বটে কিন্তু ঐ উভয় চরণের কোন কোন অক্ষরের মিল থাকা প্রয়োজনীয়? (বা)—অন্ত্য পদের (শি)—এই কবিতার অন্ত্য পদ কি? (বা)—প্রথম চরণে (আকাশে) ও দ্বিতীয় চরণে (প্রকাশে) (শি)—রাম! ঐ দুইটী পদ বোর্ডে লিখ (রামের লিখন) এখন বল দেখি দ্বিতীয় চরণে প্রকাশের পরিবর্ত্তে (বিভাসে) বলিলে মিল হইত কি না? (বা) হাঁ হইত। (শি)—ঝলসে বলিলে? (বা)—না মিল হইত না। (শি)——কেন মিল হইলনা বলিতে পার? (বা মৌন) (শি)—গঙ্গাচরণ পূর্ব্ব শব্দ দ্বয়ের নীচে এই দুইটি শব্দও লিখ। (গঙ্গাচরণের লিখন) যথা আকাশে, বিভাসে ও ঝলসে। (শি)-ললিত! এই শব্দ গুলির বর্ণ বিভেদ কর (ললিতের বোর্ডে শব্দ গুলির বর্ণ বিভেদ করিয়া লিখন) যথা আকাশে=আ+(ক্—আ)+(শ্—এ), প্রকাশে=(প্—র—অ)+(ক্—আ)+(শ—এ), বিভাসে=(ব্—ই)+(ভ্—আ)+(স্—এ), ঝলসে=(ঝ্—অ)+(ল্—অ)+(স্—এ)। (শি)-রাধাকিশোর! ঐ সকল শব্দে নম্বর দাও? যথা-১। আকাশে=আ+(ক—আ)+(শ্—এ), ২। প্রকাশে=(প্—র্—অ)+(ক্—আ)+(শ্—এ), ৩। বিভাসে=(ব্—ই)+(ভ্—আ)+স্—এ), ৪। ঝলসে=(ঝ—অ)+(ল্—অ)+(স্—এ)। (শি) ঠিক হয়েছে। এখন প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের তুলনা করা যাউক—প্রথমের অন্ত্যস্বর, ও তত্পূর্ব্ব ব্যঞ্জন, তত্পূর্ব্ব স্বর ও তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জনের সহিত দ্বিতীয় পদের মিল

আছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব অক্ষর আএর সহিত দ্বিতীয় পদের প্র, এই অক্ষরের সহিত মিল নাথাকাতেও কোন হানি হইল না। এখন প্রথমের সহিত তৃতীয়ের তুলনা করা যাউক। প্রথেমর অন্ত্যস্বর, তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, তৎপূর্ব্ব স্বরবর্ণের সহিত তৃতীয়ের মিল আছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জ-নের সহিত মিল নাই। ইহাতেও কোন হানি হয় নাই। এখন প্রথমের সহিত চতুর্থের তুলনা করা যাউক। প্রথমের অন্ত্যস্বর ও তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জনের সহিত চতুর্থের মিল আছে কিন্তু তৎপূর্ব্ব স্বরের সহিত মিল নাই। সুতরাং এই রূপ হইলে, উভয় চরণে মিল হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে প্রথম চরণের অন্ত্যস্বর ও তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জন ও তৎপূর্ব্ব স্বরবর্ণের সহিত দ্বিতীয় চরণের মিল থাকা আবশ্যক। কিন্তু অন্ত্যস্বর ও তৎপূর্ব্ব ব্যঞ্জন এই উভয় বর্ণই অন্ত্য অক্ষর বলিয়া উল্লেখ্য হইতে পারে। সুতরাং অন্ত্য অক্ষর ও তৎপূর্ব্ব স্বরের সহিত উভয় চরণের মিল থাকা আবশ্যক, কিন্তু অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর যদি কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তবে তাহার অনৈক্যে অশুদ্ধ হইবে না। তোমরা সকলে লিখিয়া রাখ (বালক দিগের লিখন)

এই যে, অন্ত্য অক্ষরের কথা বলা হইল ঐ অন্ত্য অক্ষর শুদ্ধ একটি স্বর বর্ণ হইতে পারে বা, শুদ্ধ একটি ব্যঞ্জন বর্ণও হইতে পারে, অথবা ব্যঞ্জনের সহিত স্বর বর্ণ যুক্ত থাকিতে পারে। কোন স্থানে বা দুইটি যুক্ত ব্যঞ্জনের সহিত একটি স্বরবর্ণ যুক্ত থাকিতেও পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেমনই কেন থাকুকনা উহা অন্ত্য অক্ষর শব্দেই উল্লেখ্য

অন্ত্য অক্ষর শুদ্ধ একটি স্বরবর্ণে যথা—

"লেখা পড়া করে যেই।
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই॥"

(প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষা)

ঐ রূপ অন্ত্য অক্ষর শুদ্ধ একটি ব্যঞ্জন বর্ণে যথা—

"অহে শিশো বার বার যুড়ি দুই হাত্।
দিবস যামিনী তাঁরে কর প্রণিপাত্॥"

(কবিতাবলী)

এই রূপ দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত একটি স্বরবর্ণ যুক্ত হইলে যথা—
"অপ্রিয় বচনে-বল কেন। হয় রুষ্ট। শুনিলে মধুর বাক্য, সকলেই তুষ্ট!"
আর স্বর ও ব্যঞ্জন যুক্ত অন্ত্য অক্ষরের উদাহরণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন যতির বিষয় বলা যাইতেছে।

প্রত্যেক চরণের সমুদয় অক্ষর গুলি একবারে উচ্চারণ করা কষ্টকর অতএব দুই ভাগে পাঠ করা যায়। তাহার প্রথম অংশ পাঠ করার পর নিঃশ্বাস ত্যগের অবকাশ নেওয়া যায় সেই অবকাশ স্থলের নাম যতি। যতির নামান্তর বিরাম চিহ্ন। বলত রাম! কাহাকে যতি বলে? (রাম)-নিঃশ্বাস ত্যাগের অবকাশ স্থানের নাম যতি। (শি)—তোমরা সকলে লিখিয়া রাখ (বালকদের লিখন) রাধাকিশোর বলত যতির প্রয়োজন কি? (রাধা) চরণের সমুদয় অংশ একবারে উচ্চারণ করা কষ্ট কর এই নিমিত্ত যতি থাকা প্রয়োজনীয়। (শি)—তোমরা সকলে লিখিয়া রাখ (সকলের লিখন) এই যতি আট অক্ষরের পর হওয়াই উচিত কিন্তু কোন কোন কবি অর্থানুরোধে ঐ নিয়মের অতিক্রম করিয়াছেন। তোমরা এই কথাও লিখিয়া রাখ (সকলের লিখন) বলত রাম! নিশি হল শেষ রবি উঠিল আকাশে এই কবিতায় কিরূপ শব্দ বিন্যাস আছে (রাম)-প্রথম চরণ ছয়টি শব্দে রচিত তাহার প্রথম চারিটি শব্দ দুই অক্ষরের এবং পরের দুইটি তিন অক্ষরের। (শি)—ইহা হইতে কি নিয়ম জানাযায় (বা)—প্রথম শব্দটি দুই অক্ষরের হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ও দুই দুই অক্ষরের হইতে পারে তৎপরে যতি এবং যতির পরে প্রথম শব্দ তিন অক্ষরের হইলে তাহার পরের শব্দও তিন অক্ষরের হওয়া আবশ্যক। (শি)—তোমরা সকলে এই কথা লিখিয়া রাখ। (বা-লিখন) রাধাকিশোর! প্রভাত বর্ণনা পড়? (রাধা পাঠ) রাখাল গুরুর পাল লয়ে যায় মাঠে, ইত্যাদি বলত ইহার শব্দ গুলি কি রূপ প্রণালীতে স্থাপিত আছে? (বা)—প্রথম দুইটি, তিন তিন অক্ষরের তার পরের শব্দটি দুই অক্ষরের তৎপরে যতি। যতির পরে তিনটি শব্দই

দুই দুই অক্ষরের। (শি)—ইহা হইতে কি নিয়ম জানা যাইতেছে (বা)—প্রথম শব্দটি তিন অক্ষরের হইলে দ্বিতীয় শব্দও তিন অক্ষরের হওয়া আবশ্যক তৎপরে দুই অক্ষরের একটি শব্দ থাকিবে তার পর যতি। যতির পরে তিনটি শব্দ দুই দুই অক্ষরের দেওয়া যাইতে পারে। (শি)—তোমরা সকলে এই নিয়ম লিখিয়া রাখ। (বালকদের লিখন) ললিত! প্রভাত বর্ণনা পড়িয়া যাও (ললিতের পাঠ) "পরিমল লোভে অলি আসিয়া যুটিল" (শি)-থাক, গঙ্গাচরণ! এই কবিতার যতির পূর্ব্বে যে তিনটি শব্দ আছে উহা দ্বারা কি নিয়ম জানা যাইতেছে? (গঙ্গা)—প্রথম শব্দটি চারি অক্ষরের হইলে, দ্বিতীয়ও তৃতীয় দুই দুই অক্ষরের হওয়া আবশ্যক। (শি)—দ্বিতীয়, তৃতীয় দুই দুই অক্ষরের না দিয়া একটি চারি অক্ষরের শব্দও হইতে পারে তোমরা সকলে লিখ (বালকদের লিখন) আরও শুন (পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল) এই কবিতার যতির পরে প্রথমটি দুই অক্ষরের দ্বিতীয়টি চারি-অক্ষরের ঐ রূপে প্রথমটি চারি অক্ষরের হইয়া দ্বিতীয়টি দুই অক্ষরেরও হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে পয়ারের যতির হিসাব করিতে গেলে, প্রথম অংশ আট অক্ষরের ও দ্বিতীয় অংশ ছয় অক্ষরের স্থাপিত হইলেই যতি শুদ্ধ হইবে। তোমরা সকলে এই কথাও লিখ। (বালক—গণের লিখন) এখন রাম! তোমার শ্লেট পাটকর, কি কি লিখিয়াছ শুনা যাউক (রামের পাঠ)

১। পয়ার ছন্দে দুইটি চরণ। ২। উহার প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটি অক্ষর। ৩। অন্ত্য অক্ষর ও তৎপূর্ব্ব স্বর বর্ণের মিল থাকা আবশ্যক কিন্তু ঐ স্বর বর্ণের সহিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত থাকিলে সেই ব্যঞ্জন বর্ণের মিল থাকা প্রয়োজনীয় নহে। ৪। নিঃশ্বাস ত্যাগের অবকাশের স্থানের নাম যতি। যতির নামান্তর বিরাম চিহ্ন। ৫। সমুদয় কবিতাটি একবারে পাঠ করা কষ্টকর এই হেতু নিঃশ্বাস ত্যাগের অবকাশ থাকা উচিত। ৬। যতি আট, অক্ষরের পরে থাকাই উচিত। পরন্ত কোন কোন কবি অর্থানুরোধে উহার

ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। ৭। প্রথম শব্দ দুই অক্ষরের হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থও দুই দুই অক্ষরের হইতে পারে তৎপরে যতি এবং যতির পরে প্রথম শব্দটি তিন অক্ষরের হইলে তার পরের শব্দও তিন অক্ষরের হওয়া আবশ্যক। ৮। প্রথম শব্দ তিন অক্ষরের হইলে, দ্বিতীয় শব্দও তিন অক্ষরের হইবে এবং তৃতীয়টি দুই অক্ষরের তৎপরে যতি। এবং যতির পরে দুই অক্ষরের তিনটি শব্দ। ৯। প্রথম শব্দ চারি অক্ষরের হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুই দুই অক্ষরের হওয়া উচিত। দ্বিতীয় তৃতীয় দুইটি শব্দ না দিয়া, একটি শব্দ চারি অক্ষরের হইলেও হইতে পারে। ১০। যতির পরে প্রথমটি দুই অক্ষরের ও দ্বিতীয়টি চারি অক্ষরের অথবা প্রথম শব্দ চারি অক্ষরের হইয়া দ্বিতীয় শব্দটি দুই অক্ষরের হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে পয়ারের যতির হিসাব করিতে গেলে প্রথম অংশ আট অক্ষরের ও দ্বিতীয় অংশ ছয় অক্ষরের স্থাপিত হইলেই যতি শুদ্ধ হইবে।

(শি)—তোমরা ভালই লিখিয়াছ এই সকল কথা মুখস্থ করিলে পয়ার ছন্দে অতি সহজে কবিতা করা যাইতে পারে, আগামী বারে ঐ সকল কথা মুখস্থ নেওয়ার ইচ্ছা থাকিল। আইজ এই পর্য্যন্তই থাক।

কবিতা করার প্রণালী প্রদর্শন।

(শি)—তোমরা শ্লেট নেও (সকলের শ্লেট গ্রহণ) লিখ, প্রথম চরণের অন্ত্যপদ (পায়) দ্বিতীয় চরণের অন্ত্যপদে কোন কোন শব্দ দেওয়া যাইতে পারে? (বা) উপায়, দায়, ধেয়ায়, মায়, যায়, কায় ইত্যাদি। (শি)-বেশ হইয়াছে। কারণ, এই পদের মিল দাও? (বা)—গমন, ভ্রমণ, নিবারণ, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি। (শি)—প্রকাশে এর মিল দাও? (বা)—আকাশে. নাশে, আশে, বিশ্বাসে, ভাষে, পাশে, বিকাশে মাসে ইত্যাদি।

এই রূপে ছাত্রগণ মিল দিতে পারিলে নিম্ন লিখিত মতে জিজ্ঞাসা করা উচিত। (কর প্রণিপাত) এই কথাটি প্রথম চরণের যতির পরে আছে দ্বিতীয় চরণের যতির পরের পাদাংশ পূরণ কর? (বা)—যুড়ি দুই হাত ২। তাহার সাক্ষাৎ। ৩। যাইবে পশ্চাৎ ইত্যাদি। (শি)—(মুখের

শোভায়) মিল দাও? (বা)—১ করহ উপায়, ২ হারিলেন তায় ৩ করি হায় হায় ৪ ধরি ছুটি পায় ইত্যাদি। (শি)—(করিছে গমন) মিল দাও? (বা)—১ এ বিজন বন ২ কিসের কারণ ৩ নহে নিবারণ ৪ মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি। (শি)—(অন্ধকার দ্বার) এর মিল? (বা)—১ যাইতে সে পার ২ পদ যুগ্তার ৩ দুষ্কর ব্যাপার ইত্যাদি।

এই রূপে যতির পরের অংশ মিল দিতে পারিলে বোর্ডে কোন কবিতার প্রথম চরণ লিখিয়া অপরচরণ বালকদের দ্বারা পূরণ করা যাইতে পারে কখনওবা দ্বিতীয় চরণ লিখিয়া দিয়া প্রথম চরণ পূরণ করিতে আদেশ করা যাইতে পারে।

যেমন (শি)—(বোর্ডে লিখন) "বসিয়া বিরলে কেন একাকিনী হায়" এর অপর চরণ পূরণ কর। (আদিষ্ট ছাত্র অশুদ্ধ করিলে অপরের দ্বারা, সেও অশুদ্ধ করিলে অপরের দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবেন। কিন্তু উহা ছাত্রদের দ্বারাই পূরণ করা উচিত।) (রাম)-দুস্তর সাগরে মগ্ন কাহার চিন্তায়। (শি)—বেশ হইয়াছে। গঙ্গাচরণ! প্রথম চরণ-কেন কেন হেরিতব বিরস বদন। অপর চরণ পূরণ কর? (গঙ্গা)—যতন বিহনে কভু মিলেকি রতন। এই রূপ ছাত্র দিগকে অভ্যাস করাইয়া তাহাদের নোট পুস্তকে একটি ছন্দের কবিতা বা, কোন বিষয় লিখিয়া দিয়া ৫।৭টি কবিতা আনিতে আদেশ করা যাইতে পারে। এই সকল উপায়ে ছাত্রদের কবিতা করার বেশ অধিকার হইতে পারিবে।

অঙ্ক শিক্ষা প্রণালী।

বালক দিগকে গণনা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর কার্য্য। হস্তের অঙ্গুলি, তেঁতুল বিচি প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা কিংবা মৌখিক এক, দুই, তিন ইত্যাদি গনণা উচ্চারণে, গণনা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালক-দিগকে প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া, শিক্ষা দেওয়া উচিত। শত পর্য্যন্ত গণনা মুখস্থ হইলে, লেখার প্রণালী দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

নয়টি অঙ্ক ও একটি শূন্য, এই দশটি মাত্র অক্ষরে সমস্ত অঙ্ক লিখিত হইয়া থাকে। বালক-গণ প্রথমতঃ ঐ দশটি অঙ্ক সুন্দর রূপে লিখিতে অভ্যাস করিবে। পরে সেই দশটী অঙ্কের যোগে যে রূপে সমস্ত অঙ্ক গুলি লেখা যাইতে পারে তাহার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, তদর্থে সমস্ত ছাত্র-দিগকে নিম্ন লিখিত মতে পড়াইলে অঙ্ক লেখার বিলক্ষণ সাহায্য হইতে পারিবে।

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, একে শূন্য দশ। একে, এক এগার। একে, দুই বার। একে, তিন তের। একে, চাইর চৌদ্দ। একে, পাঁচ পনর। একে, ছয় ষোল। একে, সাত সতর। একে, আট আঠার। একে, নয় উনিশ। দুই এ, শূন্য কুড়ি। দুই এ, এক একুশ। দুই এ, দুই বাইশ। ইত্যাদি শত পর্য্যন্ত পড়াইতে হইবে। এবং ইহা মুখস্থ পরীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(শি)—একে শূন্য কত হয়? (বা)—একে, শূন্য দশ হয়। (শি)—একে, এক কত হয়? (বা)—একে, এক এগার হয়। (শি)—একে, দুই কত হয়? (বা)—একে, দুই বার হয়। (শি)—একে, তিন কত হয়? (বা)—একে, তিন তের হয়। ইত্যাদি শত পর্য্যন্ত পড়াইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

ছাত্র-দিগকে এই প্রণালী মতে পড়াইলে সহজে শত পর্য্যন্ত লেখা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালক-গণ শত পর্য্যন্ত সুন্দর রূপে অথচ শীঘ্র শীঘ্র লিখিতে পারিলে একক, দশক শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি পর্য্যন্ত সংখ্যা, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা বালক-দের অভ্যাস হইলে, তাহাদের শ্লেটের উপরে সমান সমান দূরে আটটি শূন্য বিন্যাস করিয়া ডাইনের সর্ব্বশেষ শূন্যে একক, তত্পূর্ব্বে দশক, তত্পূর্ব্বে শতক, ইত্যাদি বুঝাইতে হইবে। পরে অঙ্ক লেখার কালে এককের নীচে একক, দশকের নীচে দশক ও শতকের নীচে শতক। এই রূপ নীচে, নীচে নীচে লেখাইতে হইবে। অঙ্ক গুলি যথা স্থানে লিখিতে পারিলে, যোগ বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক কসার সময় বিশেষ সাহায্য পাইবে।

বালকগণ যথাক্রমে অঙ্ক লিখিতে না পারাতেই যোগ বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক কসার সময় অশুদ্ধ করে। বালক-গণ এককের নীচে একক না লিখিয়া দশক লিখে। ঐ রূপ দশকের নীচে একক অথবা শতক লিখে, ঐ রূপ শতকের নীচে শতক না লিখিয়া দশক লিখিয়া যোগ বিয়োগ করিতে চেষ্টা পায় সুতরাং এককে, দশকে ও শতকে পরস্পর যোগ, বিয়োগ করিয়া ফেলে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালী মতে অভ্যাস করাইলে ঐ রূপ অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।

যোগ শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে সমবেত ছাত্র দিগকে নিম্ন লিখিত যোগের ধারা পড়ান কর্ত্তব্য।

(শি)-একে, আর * একে দুই। একে, দুই এ, তিন। একে, তিনে, চাইর। একে, চাইরে পাঁচ। একে,পাঁচে ছয়। একে, ছয়ে সাত। একে, সাতে আট একে, আটে নয়। একে, নয়ে দশ। ঐ রূপ-দুই এ, একে তিন। দুই এ, দুই এ, চাইর। দুই এ, তিনে পাঁচ। দুই চাইরে ছয়। দুই এ, পাঁচে সাত। দুইএ, ছয়ে আট। দুইএ, সাতে নয়। দুইএ, আটে দশ। দুইএ, নয়ে এগার ঐ রূপ-তিনে, একে চাইর। তিনে, দুই এ, পাঁচ। তিনে তিনে, ছয়। তিনে চাইরে সাত। তিনে পাঁচে আট। তিনে ছয়ে, নয়। তিনে সাতে দশ। তিনে আটে এগার। তিনে নয়ে বার। ঐ রূপ-চাইরে, এক পাঁচ। চাইরে দুই এ ছয় ইত্যাদি নয়ের ঘর পর্য্যন্ত আর্য্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রশ্নোত্তর প্রণালী।

(শি)—একে, আর * একে কত হয়? (বা)—একে, আর * একে দুই হয়। (শি)—একে, দুই এ কত হয়? (বা)—একে, দুইএ তিন হয়। (শি)—একে, তিনে কত হয়? (বা)—একে, তিনে চাইর হয়। (শি)—একে, চাইরে কত হয়? (বা)—একে, চাইরে পাঁচ হয়। (শি)—একে, পাঁচে কত হয়? (বা)—একে, পাঁচে ছয় হয়। (শি)—একে, ছয়ে কত হয়? (বা)—একে, ছয়ে সাত হয়। ইত্যাদি এই প্রণালী ক্রমে পূর্ব্বোক্ত মুখস্থ আর্য্যার পরীক্ষা করা উচিত।

* আর শব্দ প্রথম অঙ্কের পরে পরে উল্লেখ্য।

যোগের দ্বিতীয় ধারা।

(শি)—দশ এর শূন্য নামে হাতে থাকে এক। (বা)—দশ এর শূন্য নামে হাতে থাকে এক। (শি)—এগার এর এক নামে হাতে থাকে এক। (বা)—এগার এর এক নামে হাতে থাকে এক। (শি)—বার এর দুই নামে হাতে থাকে এক। (বা)—বার এর দুই নামে হাতে থাকে এক। (শি)—তের এর তিন নামে হাতে থাকে এক। (বা)—তের এর তিন নামে হাতে থাকে এক। (শি)—চৌদ্দ এর চাইর নামে হাতে থাকে এক। (বা)—চৌদ্দ এর চাইর নামে হাতে এক। বালকদের এই সকল ধারা মুখস্থ থাকিলে অতি সহজে যোগ করিতে সক্ষম হইবে।

যোগের নিয়ম।

যোগ করা কালে অঙ্ক গুলি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে এককের নীচে একক। দশকের নীচে দশক ইত্যাদি ক্রমে লিখিতে হইবে। পরে একক এর সহিত একক। দশক এর সহিত দশক। শতক এর সহিত শতক। ইত্যাদি সম স্থানীয় অঙ্কের যোগ করিতে হয়। এককে এককে যোগ করিয়া দুইটি অঙ্ক হইলে, ডানি দিগের অঙ্কটি এককের নীচে লিখিয়া বাম দিগের অঙ্কটি দশকের সহিত যোগ করিবে। ঐ রূপ দশকে দশকে যোগ করিয়া, দুইটি অঙ্ক হইলে, ডানি দিগের অঙ্কটি দশকের স্থানে লিখিয়া বাম দিগের অঙ্কটি শতকের সহিত যোগ করিবে, এই রূপ সর্ব্বত্র।

বিয়োগের নিয়ম।

বিয়োগ অঙ্ক কসার সময়ে স্মরণীয় কথা। ১। যাহা হইতে বিয়োগ করিতে হইবে সেই রাশিটিকে উপরে এবং যাহা বিয়োগ করিতে হইবে সেই রাশিটি নীচে স্থাপন করিতে হইবে। ২। অঙ্ক দুইটি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মতে এককের নীচে একক, দশকের নীচে দশক ইত্যাদি যথা নিয়মে লিখিতে হইবে। ৩। একক হইতে একক বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা এককের নীচে এবং দশক হইতে দশক বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশকের নীচে ঐ রূপ শতক হইতে শতক

বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা শতকের নীচে লিখিবে। ৪। গুরু অঙ্কের একক, লঘু অঙ্কের একক হইতে কম হইলে, গুরু অঙ্কের দশক স্থানীয় অঙ্ক হইতে এক আনিয়া এককের বামে স্থাপন কর। পরে তাহা হইতে লঘু রাশির একক বিয়োগ করিতে হইবে। ৫। গুরু রাশির দশক, লঘু রাশির দশক হইতে কম হইলে, ঐ রূপ, গুরু রাশির শতক লঘু রাশির শতক হইতে কম হইলে, পূর্ব্বোক্ত মতে এক আনিয়া বামে স্থাপন পূর্ব্বক বিয়োগ করিতে হয়। এই রূপ সর্ব্বত্র।

পূরণ করার নিয়ম।

একটি সংখ্যাকে দুই বা ততোধিক বার লিখিয়া যোগ করিলে যে ফল হয়, তাহা সংক্ষেপে নিরূপণ করার উপায়কে পূরণ কহে। যেমন ৪ কে ৩ দিয়া পূরণ করিতে হইলে, ৪ কে তিনবার লিখিয়া যোগের নিয়ম মতে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে যথা-৪ আর ৪এ ৮, আর ৪এ, ১২ হয়। কিন্তু এই অঙ্কটি একবারেই নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে ৪×৩=১২ অর্থাৎ তিন চাইরা ১২ হয়। অতএব পূরণকে যোগেরই সংক্ষেপ প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

পূরণ করার কালে স্মরণীয় কথা—

১। এককে এককে গুণ করিয়া যে গুণ ফল হয় তাহা একক এবং এককে দশকে, দশক। ঐরূপ এককে শতকে শতক ২। দশকে দশকে শতক, দশকে শতকে সহস্র ইত্যাদি

বিভাগের নিয়ম।

যে উপায়ে একটি রাশি আর একটির রাশির মধ্যে কতবার আছে তাহা জানা যায় তাহার নাম ভাগ বা, হরণ। ভাগ পুনঃ পুনঃ বিয়োগের একটি সংক্ষিপ্ত প্রণালী মাত্র। যদ্ দ্বারা ভাগ করা যায় তাহাকে ভাজক আর যাহাকে ভাগ করা যায় তাহাকে ভাজ্য কহে।

(প্রক্রিয়া)

ভাজকে যতটি অঙ্ক, ভাজ্যের বাম দিগ হইতে তত সংখ্যক অঙ্ক গ্রহণ

কর। পরন্তু যদি ভাজ্যের প্রথম অঙ্ক ভাজকের প্রথম অঙ্ক হইতে অধিক হয় তবে ভাজ্যের আর একটি অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। সমান কিংবা ন্যূনে সম সংখ্যক অঙ্ক গ্রহণেই কার্য্য করা যায়।

এই যে, যোগ; বিয়োগ, পূরণ ও বিভাগের প্রক্রিয়া দেখান গেল ইহাই অঙ্কের ভিত্তিস্বরূপ। বালক-দিগকে এই চারিটি নিয়ম যতই কসান যায় ততই উপকার। প্রতিযোগিতা প্রথাক্রমে শিক্ষা দিলে, বালক দিগের শীঘ্র শীঘ্র অঙ্ক কসীতে বড়ই উৎসাহ হয়। বালক গণ যত সত্বর ঐ চারিটি নিয়মের অঙ্ক কসীতে সক্ষম হইবে, পরে কঠিন কঠিন অঙ্ক করিতে, ততই তাহার সহজ বোধ হইবে। যে বালক এই সরল চারি নিয়ম দ্রুত করিতে অভ্যাস না করে তাহার কখনই অঙ্ক শাস্ত্রে দৃঢ়তর ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারেনা। মিশ্র চারি নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে বালক-দিগকে মুদ্রা বিভাগ, সময় বিভাগ, ওজন বিভাগ প্রভৃতির আর্য্যা মুখস্থ, করান উচিত। আর্য্যাগুলি সুন্দর রূপে মুখস্থ হইলে, লঘূ করণীয় নিয়ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালক-দের নিয়ম জানা থাকিলেও অনেক সময় ক্রম বিপর্য্যয় হেতু ভুল করিতে দৃষ্ট হয়। যেমন টাকাকে কড়া করিতে হইলে, টাকাকে আনা, আনাকে গণ্ডা, গণ্ডাকে কড়া করিতে হয়। কোন কোন বালক হয়ত টাকাকে আনা না করিয়াই গণ্ডা করে। অথবা আনাকে গণ্ডা না করিয়াই কড়া করে। শিক্ষক মহাশয় এই সকল বিষয়ে বালক দিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

যে প্রক্রিয়ায় তিনটি রাশি দেওয়া থাকে এবং চতুর্থ অনির্দ্দিষ্ট রাশির নির্ণয় করিতে হয়, তাহার নাম ত্রৈরাশিক। ত্রৈরাশিক অঙ্কে বাস্তবিক চারিটি রাশি, কিন্তু চতুর্থ নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া ঐ প্রক্রিয়াকে ত্রৈরা-শিক কহে। সেই রাশি গুলিকে ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়ও নির্ণেয় রাশি বলাযায় ঐ সকল রাশি স্থাপনের নিয়ম এই

১। নির্ণেয় রাশির সদৃশ রাশিকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। ২। নির্ণেয় রাশি হইতে তৃতীয় রাশি গুরু হইলে, অপর রাশি দ্বয়ের মধ্যে গুরু রাশিকে প্রথমে ও লঘু রাশিকে দ্বিতীয় স্থানে কিন্তু যদি তৃতীয় রাশি

নির্ণেয় রাশি হইতে লঘু হয় তবে অপর রাশি দ্বয়ের মধ্যে লঘু রাশিকে প্রথম ও গুরু রাশিকে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

ফল নির্ণয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশি দ্বয়ের পরস্পর পূরণ আর প্রথম রাশি দ্বারা সেই পূরণ ফলকে ভাগ করিলেই নির্ণেয় রাশি হয়।

ত্রৈরাশিক প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে বালক দিগকে সদৃশ কথার অর্থ সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। যথা—ব্যক্তি সদৃশ ব্যক্তি, মূল্যের সদৃশ মূল্য, দ্রব্যের সদৃশ দ্রব্য ও কর্ম্মের, সদৃশ কর্ম্ম।

বালক গণ যেন ত্রৈরাশিকের প্রশ্ন সম্পূর্ণ রূপে লিখিয়া লয়। নতুবা বিবেচনা মতে অঙ্ক কষীতে পারিবেনা। অনেকে মাত্র অঙ্কটি লিখে পরে সদৃশ ও গুরু লঘু কিছুই নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়না।

ত্রৈরাশিক শিক্ষার রীতি প্রদর্শন।

(শিক্ষক)—তোমরা সকলে শ্লেট লও, প্রশ্ন লিখ—একমণে আট পাইসারি হইলে ২০ মণে কত পাইসারি হইবে?

প্রশ্নটি লিখিত হইলে, (সমুদয় বালকেই কথিত মতে প্রশ্নটি লিখিয়াছে কিনা? শিক্ষক মহাশয় একবার, তাহাদের শ্লেট গুলি দেখিয়া যাইবেন।) (শি)—তোমাদের শ্লেটে স্থান নির্ণয় কর। (বালক গণ ১ম, ২য়, ৩য়, ইত্যাদি স্থান নির্ণয় করিলে, শিক্ষক মহাশয় তাহাদের শ্লেট গুলি দেখিয়া যাইবেন) (শি)—ললিত! এখানে নির্ণেয় রাশি কি? (ললিত)—পাইসারি। (শি)—রাম! তাহার সদৃশ রাশি কোনটি? (রাম)—৮ আট্। (শি)—গঙ্গাচরণ! এই আট কোন স্থানে স্থাপন করিতে হয়? (গঙ্গাচরণ)—তৃতীয় স্থানে (শি)—রাধা-কিশোর! অপর রাশি স্থাপনের নিয়ম কি? (রাধা)—তৃতীয় রাশি, নির্ণেয় রাশি হইতে গুরু হইলে অপর দুই রাশি মধ্যে যেইটি গুরু তাহাকে প্রথম ও লঘুটিকে দ্বিতীয় স্থানে এবং তৃতীয় রাশি নির্ণেয় রাশি হইতে লঘু হইলে লঘু রাশিকে প্রথম ও গুরু রাশিকে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করা যায়।

(শি)—ললিত! এখানে তৃতীয় রাশি গুরু না লঘু? ললিত—গুরু। কারণ এক মণে যত পাওয়া যায় ২০ মণে তাহা হইতে অধিক পাওয়া যায়। (শি)—রাম! অপর রাশিদ্বয় যথা স্থানে স্থাপন কর? রাম—প্রথম স্থানে ১ ও দ্বিতীয় স্থানে ২০। (শি)—গঙ্গাচরণ! কিরূপে ফল বাহির করিতে হয়? গঙ্গা—দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে পূরণ এবং প্রথমের দ্বারা ভাগ। (শি)—তোমরা সকলে ফল বাহির কর? (সকলে অঙ্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলে শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন, যেন কোন বালক অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করে। প্রথম প্রথম অঙ্ক করার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সময় গেলেও চঞ্চল হওয়া উচিত নহে সকলের অঙ্ক করা হইলে শিক্ষক মহাশয় তাহাদের শ্লেট গুলি পরীক্ষা করিবেন)।

গণিত অধ্যাপনার সাধারণ নিয়ম।

বালক-গণ অঙ্কের প্রত্যেক নিয়ম মুখস্থ করিবে। শিক্ষক মহাশয় তাহা দিগকে সেই সকল নিয়ম সুন্দর রূপে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন। ছাত্রদের নিয়ম কণ্ঠস্থ ও সেই নিয়মের অঙ্ক সকল অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র করিতে অভ্যাস না হইলে, কখনই অন্য নিয়ম শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নহে। অপিচ বাড়ী হইতেও অঙ্ক কসীয়া আনার জন্য ৫।৭টি প্রশ্ন লিখিয়া দেওয়া উচিত। বালক-গণ সেই সকল অঙ্ক বাড়ী হইতে কসীয়া আনিবে। বাড়ীতে অঙ্ক কসার নিয়ম না থাকিলে ছাত্রদের গণিত শাস্ত্রে কখনই দৃঢ়তর ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারেনা। যে সকল ছাত্র অঙ্ক করিতে অনিচ্ছু, তাহাদের পরের কসা অঙ্ক নকল করিয়া আনাই ব্যবসায় হইয়া উঠে। বালকদের এই অলসতা ও ধূর্ত্ততা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

বালক-দিগকে যে সকল অঙ্ক বাড়ীতে কসার নিমিত্ত দেওয়া যায় তাহাও কোন কোন ছাত্র দ্বারা স্কুলে কসান উচিত। অপিচ যে ছাত্রকে নকল-কারী বলিয়া বোধ হয় তাহাকে অঙ্ক করার সময় ভিন্ন স্থানে বসিতে আদেশ করা উচিত। এই রূপে শিক্ষক মহাশয় যত্নবান্ হইলে ছাত্রদের দোষ কখনই থাকিতে পারেনা। ছাত্রদের অঙ্ক দেখার কালে কেবল ফল

দেখিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, তাহারা যে প্রণালী ক্রমে অঙ্ক কষিল তাহাও পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষার রীতি।

বোর্ডে আকৃতি অঙ্কিত করিয়া সংজ্ঞা গুলি বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এবং সংজ্ঞা স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতি সম্ভবতঃ মুখস্থ নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞা সমাধানার্থ চক ও সূত্র দ্বারা বোর্ডে, বড় বড় আকৃতি অঙ্কিত করা শ্রেয়ঃ। এবং যতদূর সম্ভবে সমান সমান আকৃতি গুলি, দেখিতে যেন সমান সমান প্রতীয়মান হয়। প্রতিজ্ঞা গুলি বুঝাইয়া পরে ছাত্রদের নিকট বুঝিয়া লওয়া উচিত। উপপত্তি প্রভৃতি মুখস্থ নেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ পরীক্ষার কালে যথাবৎ লিখিতে অনেক ছাত্রই অকৃতকার্য্য হয়। মধ্যে মধ্যে উপপত্তি প্রভৃতি বালক দিগকে লিখিতে আদেশ করা উচিত ইহাতে বালকদের হস্তাক্ষর সুন্দর ও প্রণালী উৎকৃষ্ট হয়।

যে সকল প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকী হেতুতে প্রামাণ্য সেই সকল প্রতিজ্ঞার উপপত্তি করার জন্য, উভয় আকৃতির পরস্পর তুলনা করার প্রয়োজন হয়। এমত স্থলে বালক গণ যেন ক্রম বিপর্য্যয় নাকরে অর্থাৎ যে আকৃতিটির একবার প্রথম উল্লেখ করা হয় সেইটি সর্ব্বদাই প্রথম উল্লেখ্য। ইহার বিপর্য্যয় হইলে অর্থবোধ দুষ্কর হয়।

ভূগোল শিক্ষা।

সকল শাস্ত্রেরই প্রবেশ দ্বার দুর্গম। অতএব শিক্ষক মহাশয় নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, প্রথম ভূগোল শিক্ষার্থী দিগকে উৎসাহী ও কৌতুহলা ক্রান্ত করিতে যত্নবান্ হইবেন। অতি সহজ ভাষায় পৃথিবীর স্বরূপ ও আকৃতি, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া, সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য। তৎপরে জল, স্থল বিভাগ এবং তাহার নাম গুলি অভ্যস্ত করান উচিত। দেশের সীমা ও পরিমাণ, অধিবাসীর সংখ্যা ও জাতি, সামাজিক ও রাজকীয় নিয়ম এবং ধর্ম্ম ও উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র গণ শিক্ষিত হইতেছে কিনা? তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ভূগোলের দিনে ছাত্রদের পড়া নেওয়া উচিত। তাহারা পড়া অভ্যাস করিলে. নূতন পড়া দেওয়া বিধেয়। ভূগোলের অন্যান্য অংশ হইতে জল স্থলের নাম মুখস্থ করাই কঠিন অতএব ঐ সকল নাম মুখস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন পড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন দিন পড়া নেওয়ার সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত স্বদেশের ও অন্যান্য জাতির সহিত স্বজাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তুলনা করা বিধেয়। এতদ্‌ দ্বারা ছাত্র-দের কুসংস্কার সর্ব্বতো ভাবে সংশোধন করা যাইতে পারে।

মানচিত্র প্রদর্শন।

মানচিত্র লট্‌কাইলে, তাহার উপরে উত্তর, অধোভাগ দক্ষিণ, বাঁমে পশ্চিম ও ডাইনে পূর্ব্ব। এই চতুঃসীমা বুঝান প্রথম কর্ত্তব্য। তত্পরে অভ্যস্ত নগর, নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতি দেখাইয়া দেওয়া বিধেয়। বালকদের যে সকল স্থান দেখিতে বিশেষ কৌতুহল আছে, তাহাই প্রথম দেখান কর্ত্তব্য। যেমন ইংরেজদের বাসস্থান। কাপড়, চিনাবাসন, নানা প্রকার কাচের জিনিস প্রভৃতির উৎপত্তি স্থান। এই সকল শিক্ষক মহাশয় যেমন দেখাইবেন তদ্রূপ তত্ সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাকরা উচিত। ঐ রূপ প্রধান প্রধান পর্ব্বত, নগর, নদী প্রভৃতি কখনও শিক্ষক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন, কখনও বা ছাত্র দিগকে ঐ সকল দেখাইতে আদেশ করিবেন কখনও বা, মানচিত্রের কোন স্থান স্পর্শ করিবেন, ছাত্রেরা তাহার নাম বলিবে। কোন কোন দিন বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া. ছাত্র দিগকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ নগর, নদী পর্ব্বত প্রভৃতি চিহ্নিত করিতে আদেশ করিবেন। এবং আদিষ্ট বালক অশুদ্ধ করিলে অন্যের দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবেন।

কোন কোন দিন বা ছাত্র বিশেষকে বোর্ডে আনুমানিক মানচিত্র অঙ্কিত করিতে আদেশ করিবেন। আদিষ্ট ছাত্র ভুল করিলে, অন্য ছাত্রের দ্বারা সংশোধন করাইবেন। এই সকল বিষয়ে কৃত কার্য্য হইলে, ছাত্রদের বাড়ী হইতে দেশ বিশেষের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া আনিতে আদেশ করা

উচিত। ছাত্র গণ মানচিত্র অঙ্কিত করা অভ্যাস করিলে, বার্ষিক পরীক্ষায় বড়ই উপকার পায়। অভ্যাস নাথাকিলে সুন্দর মানচিত্র অঙ্কিত করা কখনই সম্ভব পর নহে।

ইতিহাস অধ্যাপনার প্রণালী।

বালক-গণ উপন্যাস শুনিতে বড়ই ভাল বাসে. গল্প ছলেই ইতিহাস শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলোপধায়ক। শিক্ষক মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন, বালক-দের অভিমত শিক্ষা দানই, উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালীর লক্ষণ। যাহা অভিমত তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা আছে, তাহা অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক সকলেই শ্রবণ করে। আবার যাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনা হয়, তাহা অক্লেশে শিক্ষা করা ও প্রকৃত সিদ্ধ। প্রথমে কৌতুহল উদ্রেক করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গল্প শুনার জন্য আর অন্যরূপে কৌতুহল উত্তেজনার অপেক্ষা করেনা। বরং গল্প শুনার জন্য বালকদের কর্ণ সর্ব্বক্ষণ লালায়িত। ইতিহাস সেই কৌতুহল পরিপূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ উপযোগী, সহজ সহজ কথায় বালক-দিগকে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া উচিত। অপিচ ইতিহাসে উল্লিখিত স্থানের নাম, ব্যক্তির নাম ও সময় এই তিনটি পুনঃ পুনঃ আলোচোনা করিয়া, ছাত্রদের হৃদয়ে অঙ্কিত করান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই প্রণালীতে বালক গণ অতি সহজে আনন্দের সহিত ইতিহাস শিক্ষায় কৃতকার্য্য হয়।

ইতিহাস পুস্তক শিক্ষা।

পুস্তকের কতক পংক্তি কিংবা পৃষ্ঠা পড়া দেওয়ায়। বালক-গণ বাড়ী হইতে তাহা অভ্যাস করিয়া আইসে। ব্যক্তির ও স্থানের নাম এবং সময় প্রভৃতি বিশেষ রূপে অধীত নাহইলে, বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতএব ঐ সকল বিষয় গুলি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে হয়। ছাত্র-গণ পড়া দিতে কৃতকার্য্য হইলে, যত্ন পূর্ব্বক ইতিহাসের সমস্ত বিবরণ মুখে বর্ণন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইতিহাস গ্রন্থ শিক্ষক দিগের জানা থাকা নিতান্ত আবশ্যক নতুবা কোন মতেই সুচারু রূপে অধ্যাপনা চলিতে পারেনা।

বিশেষ শিক্ষা।

কোন যুদ্ধ বিবরণ শিক্ষা দিতে হইলে, উভয় পক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম, যুদ্ধের স্থান, যুদ্ধের কারণ ও যুদ্ধাবসানের ফল। এই কতিপয় বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। ব্যক্তি বিশেষের জীবন বৃত্তান্ত শিক্ষা দিতে হইলে তাহার জাতি, ধর্ম্ম, গুণাগুণ, বিদ্যা প্রভৃতি বর্ণন করা উচিত। অপিচ তিনি যে কারণে উন্নত হইলেন কিংবা যে কারণে উন্নত হইতে ইচ্ছা করিয়া ও কৃতকার্য্য হইলেননা। কিংবা যে কারণে অবনত হইয়া ক্লেশে নিপতিত হইলেন, তত্তাবত্ বিশেষ রূপে উল্লেখ্য।

কখন কখন জীবন চরিতের সহিত ইতিহাসের তুলনা করা কর্ত্তব্য কখনও বা, যুক্তি বলিয়া ইতিহাস হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করার আদেশ করা বিধেয়। কখনও বা অন্যান্য জাতির সহিত বাঙ্গালি জাতির তুলনা করা, কখনও বা বর্ণিত ব্যক্তির সহিত অন্যান্য ব্যক্তির সাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উপায়ে বালক-দের রচনা সম্বন্ধে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ হইয়া থাকে।ছাত্র-দিগকে বিশেষ বিশেষ স্মর্ত্তব্য বিষয় গুলির সার সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেওয়া উচিত। ছাত্র গণ আপনা হইতে চুম্বক করিবে, শিক্ষক মহাশয় তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। এতদ্দ্বারা ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের সার সংগ্রহে অধিকার হয় এবং কোন বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করার ক্ষমতা জন্মে। অপিচ অল্প সময়ে বহুবিষয় আলোচনা করিতে হইলে ঐ সার-সংগ্রহে বিশেষ উপকার লাভ হয়।

পদার্থ বিদ্যা।

এই পুস্তক শিক্ষা দিতে হইলে, ঐ গ্রন্থোল্লিখিত সংজ্ঞা গুলি বুঝাইয়া, তাহা বালক-দের মুখস্থ করান সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য। পদার্থ বিদ্যার সমস্ত বিষয়ই যুক্তি সিদ্ধ, অতএব পড়ার সময় ছাত্রদের সহিত বিচার করিয়া, তত্ত্ব নির্ণয়

করিতে হয়। শিক্ষক মহাশয় কোন দিন পূর্ব্ব পক্ষ করিবেন ছাত্রেরা সিদ্ধান্ত করিবে। কখনও বা ছাত্রদের পূর্ব্ব পক্ষ শুনিয়া যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত করা বিধেয়।

শিক্ষক মহাশয় প্রফুল্ল বদনে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, বিরক্তি প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত কর্ম্ম নহে। বিরক্তি দ্বারা ছাত্রদের মনঃ অপ্রফুল্ল ও বুদ্ধি শক্তি স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া যায়; সুতরাং যুক্তি সংগ্রহ সিদ্ধান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। শিক্ষক মহাশয় এমত স্থলে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে ছাত্রদেরও দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারেনা। কখন কখন ছাত্রদের পরস্পর বাদ প্রতিবাদ শুনার অবকাশ দিবেন উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শুনার সময়ে দুর্ব্বল পক্ষের মাঝে মাঝে সাহায্য করা অনুচিত নহে। এই স্থলে শিক্ষক মহাশয় সত্যাসত্য যে কোন পক্ষের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। এবং পরে উভয় পক্ষকেই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নিরস্ত করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন।

ছাত্র-গণ এই প্রকার বাদানুবাদ করিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করে এবং নিজের যুক্তিতে শিক্ষককে প্রশংসা বা, পোষকতা করিতে দেখিলে বড়ই সুখী হয়। বিশেষতঃ এতদ্দ্বারা তর্ক শক্তির বিলক্ষণ উন্নতি হইতে পারে। পদার্থ বিদ্যাকে কেবল পুস্তকস্থ জ্ঞান করা সঙ্গত নহে। সমস্ত জগৎ উহার প্রকৃত গ্রন্থ। অতএব, শিক্ষণীয় বিষয় গুলি সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া সপ্রমাণ করা উচিত। যেমন রাসায়নিক আকর্ষণ শিক্ষা দেওয়ার কালে চূর্ণ ও হরিদ্রা এই দুইটি বস্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক বালকদের সম্মুখে উহা মিশ্রিত করিয়া দেখান কর্ত্তব্য। ঐ দুই বস্তু পূর্ব্বে, গুণে ও বর্ণে যেরূপ বিভিন্ন ছিল, এইক্ষণ মিশ্রিত হইয়া, অন্য এক স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিল। ঐ রূপ রক্ত চন্দন ও চূর্ণ উভয়ে মিশ্রিত হইলে, কৃষ্ণ বর্ণ হয়। এই সকল উদাহরণ দ্বারা রাসায়নিক আকর্ষণটি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ সর্ব্বত্র।

উপসংহার।

এই গ্রন্থে অধ্যাপনার রীতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইল। এখন শিক্ষক মহাশয় দিগকে আর দুইটি উপদেশ দিয়া গ্রন্থ সমাপন করা যাইতেছে। ১। স্কুলের হিসাবাদি পরিষ্কার রাখা। ২। পরিদর্শক দিগকে সাদরে গ্রহণ করা। স্কুলের দৈনিক রেজিষ্টরি প্রভৃতি যথা নিয়মে প্রত্যহ সমাধা কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক সময়ে সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ছাত্র বেতন, স্থানীয় চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এই সকল যে যে তারিখে লব্ধ হয় এবং যে যে কারণে যে যে সময়ে ঐ সমস্ত ব্যয় করা গেল, অবশিষ্ট যাহা তহবিলে থাকিল; তাহা যেন পরিষ্কার রূপে লিখিত হয়। অপিচ সরকারি তহবিলের টাকা নিজ প্রয়োজনে খরচ করা বিধেয় নহে। উহা যেন কথিত মতেই উপস্থিত করা যাইতে পারে এমত ভাবে রাখা উচিত। এই বিষয়ে অসাবধান হইলে বিপদে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল চিঠি অন্যত্র পাঠান যায় তাহার নকল রাখা উচিত। নকল না রাখিয়া আফিসের চিঠি পাঠান কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পরিদর্শক প্রভৃতির প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিধেয়। যখন কোন পরিদর্শক অথবা সম্পাদক বিদ্যালয়ে আগমন করেন; তখন অত্যন্ত সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা বিধেয়। অপিচ তাঁহারা বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা যাহাতে স্পষ্টতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। পরিদর্শক গণ সম্ভবতঃ নীচের লিখিতানুরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। ছাত্র সংখ্যা, উপস্থিতের সংখ্যা, বর্ত্তমান মাসের ছাত্র বেতন, স্থানীয় চাঁদা আদায় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তি, যে যে শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের যত টুকু পড়ান হইয়াছে ইত্যাদি। শিক্ষক মহাশয় গণ আপনারা এই বিষয়ে কখনই অবহেলা করিবেন না। অনেক ভাল ভাল শিক্ষক এই বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। পরিদর্শক দিগকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।